দেশবিরোধী
ষড়যন্ত্রের
নীলনকশা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্তব্য:

"খাজা সাহেবের আমলে পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তাতে হাজার হাজার লোক মারা যায়। লাহোরে মার্শাল ল' জারি করা হয়। আহমদিয়া বা কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন থেকে এই দাঙ্গা শুরু হয়। কয়েকজন বিখ্যাত আলেম এতে উস্কানী দিয়েছিলেন। 'কাদিয়ানিরা মুসলমান না'– এটাই হল এই সকল আলেমদের প্রচার। ... কাদিয়ানিরা তো আল্লাহ ও রসুলকে মানে। তাদের তো কথাই নাই, এমনকি বিধর্মীর উপরও অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা ইসলামে কড়াভাবে নিষেধ করা আছে।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২৪০-২৪১)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন:

"কে মুসলমান আর কে অমুসলমান তা আল্লাহ্ই ঠিক করবেন। কেন মানুষ আল্লাহ্র ক্ষমতা কেড়ে নিবে?"

বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. এনামুল হক লিখেন:

"একমাত্র আহমদী সম্প্রদায় (যাহাদিগকে লোকে সচরাচর কাদিয়ানী আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া থাকে) ব্যতিত মুসলমানদের মধ্যে অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক বর্তমানে উল্লেখযোগ্যরূপে ইসলাম প্রচারে (ইশায়াত-ই-ইসলাম) মনোযোগী ও তৎপর কিনা বলিতে পারি না।" (শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, পৃ. ৩৪)

শওকত ওসমান:

"এই ভূট্টো সাহেবই গদীনশীন অক্তে পার্লামেন্টে আইন পাশ করান যে, আহমদীরা অমুসলমান অর্থাৎ মুসলমান নয়। ইতিহাসের পরিহাস আর কাকে বলে? তার ফল কী দাঁড়ায়? গত পাঁচশ' বছরে (উলুগ বেগ বোধ হয় শেষ ঝলক) কোন বিশ্ব-যশস্বী কী, মুসলমান সম্প্রদায় থেকে কোন ছোটখাট বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকও দেখা যায় না। বহুকাল পরে পদার্থবিদ অধ্যাপক আব্দুস সালামকে পেলাম। কিন্তু তিনি মুসলমান নন! কারণ তিনি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোক। মুসলমানরা কি কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের আরো সূচীভেদ্য করে তোলার ইজারাদার বর্তমান বিশ্বের? নচেৎ অমন কান্ড ঘটবে কেন? বিশ্ববিশ্রুত একজন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে কওমী আত্মশ্লাঘা পথটুকু পর্যন্ত রুদ্ধ। কেন কেন কেন, –বারবার এই প্রশ্ন তুলতে হয়।" (মুসলিম মানসের রূপান্তর, পৃষ্ঠ ২১, ঢাকা, ১৯৮৬)

ফয়েজ আহমদ:

"এরা (আহমদীরা) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কেবল সমর্থনই করেনি, তাদের মধ্য থেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।"

অধ্যাপক আহমদ শরীফ:

"মুক্ত বুদ্ধির, নির্মোহ দৃষ্টির সৎসাহসের এবং কাল সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন আহমদীয়ারা ওরফে কাদিয়ানীরা এশতকে। আহমদীদের মধ্যে ব্রাহ্ম্যদের মতোই অনক্ষর লোক নেই। এ মতবাদ হচ্ছে ধীর বুদ্ধির ও স্থির বিশ্বাসের শিক্ষিত মানুষের।"

কবি শামসুর রাহমান:

"আমাদের মনে রাখতে হবে আহমদী সম্প্রদায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছিল, অন্য পক্ষে আজকের ফতোয়াবাজরা করেছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘোর বিরোধিতা।"

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী:

আহমদী জামা'ত অত্যন্ত আধুনিক ইসলাম। আপনারা একমাত্র ইসলামিক দল যেখানে এতো মুক্তিযোদ্ধা! অপরপক্ষে যারা অন্যান্য ইসলামী দল করেন, রাজনীতি করে বেড়ান, বড় গলায় আওয়াজ করেন তারা বাংলাদেশের বিরোধিতাই করেছিলেন। আপনারা আহমদী জামা'ত সবসময় জ্ঞানীগুণী মানুষ, আপনারা চিন্তাশীল ও শিক্ষিত। আজকে আমরা আফ্রিকায় যে ইসলাম দেখি সেটা কার অবদান? আহমদী জামা'ত ইসলামের প্রচারের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেন। (মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, ৩০/১০/২০২১)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পঞ্চগড়ে আহমদীদের উপর আক্রমণঃ একটি সুদূর প্রসারী দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ

পঞ্চগড়ের আহমদনগরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৯৮তম সালানা জলসাকে (বার্ষিক সম্মেলন) কেন্দ্র করে সংঘটিত সহিংস ঘটনা প্রবাহ মূলত একটি সুদূর প্রসারী এবং দেশবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। বিষয়টি একটু গভীরে গিয়ে বিশ্লেষন করলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে তার আগে সেদিনগুলোর ঘটনা প্রবাহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া যাক।

আমরা জানি যে, গত ৩, ৪ ও ৫ মার্চ, ২০২৩ পঞ্চগড়ের আহমদনগরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৯৮তম সালানা জলসাকে (বার্ষিক সম্মেলন) কেন্দ্র করে 'খতমে নবুয়ত' সংগঠনের উস্কানি ও নেতৃত্বে একদল উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী গত ২ থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত আহমদীয়া সদস্য অধ্যুষিত আহমদনগর, শালশিড়ি এবং সোনাচান্দি গ্রামের আহমদী মুসলমানদের ১৮৬ টি বাড়িঘরে আক্রমণ, লুটতরাজ, ভাংচুর এবং অগ্নি সংযোগ করে। তারা আমাদের জলসা গাহে আক্রমণ করে, আমাদের একজন সদস্যকে হত্যা এবং ৮৫ জনকে গুরুতর আহত করা সহ আরো অনেককে আহত করে। তাছাড়া আহমদীদের ৩০টি দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুট, ভাংচুর এবং অনেক জায়গায় অগ্নিসংযোগ করে। সার্বিক আর্থিক ক্ষতি প্রায় ১১ কোটি টাকা। ঘটনার পর থেকেই বাংলাদেশের সচেতন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রচার করেছে এবং সুশীল সমাজ প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত এলাকায় প্রায় তিন হাজার আহমদী মুসলমানের বাস যারা পঞ্চাশের দশক থেকে সেখানে শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছিলেন।

সালানা জলসা

জলসা হলো সমাবেশ বা সম্মেলন, আর সালানা অর্থ বার্ষিক। এটি ছিলো আমাদের ৯৮তম সালানা জলসা বা বার্ষিক সম্মেলন যা আমরা প্রতি বছর করে থাকি। ইতিপূর্বে আমরা ৯৭টি জলসা অনুষ্ঠান করেছি। ২০২০ এবং ২০২২ সালে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা জলসা করেছি পঞ্চগড়ের এই আহমদনগরেই। পৃথিবীর সর্বত্রই আহমদীগণ নিজ নিজ দেশে তিন দিনের এই জলসার আয়োজন করে থাকেন। অতএব, এটি আমাদের জামা'তের একটি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান যা আমাদের সদস্যদের সমন্বয়ে হয়ে থাকে।

ঘটনা প্রবাহ

জলসা অনুষ্ঠানের প্রায় ৪ মাস আগে আমরা প্রথম স্থানীয় প্রশাসনকে মার্চ ২০২৩ এ অনুষ্ঠিতব্য আমাদের জলসা সম্পর্কে অবহিত করি এবং এ বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখি। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ আমরা পত্রের মাধ্যমে প্রশাসনকে ৩, ৪ ও ৫ মার্চ জলসা অনুষ্ঠানের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অবহিতকরণ এবং এবিষয়ে সার্বিক সহযোগিতার আবেদন করি। আমরা প্রশাসন থেকে অনুমতি লাভ করে জলসার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করি।

এমনি অবস্থায় আকস্মিক ভাবে ১ মার্চ ফেসবুকসহ কিছু কিছু সোস্যাল মিডিয়ায় আমাদের জলসা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা শুরু করা হয়। ২ মার্চ পঞ্চগড় শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে খতমে নবুয়ত সংগঠনসহ কয়েকটি উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন আমাদের জলসা বন্ধের জন্য আন্দোলন শুরু করে এবং রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়। প্রশাসনের এক কর্মকর্তা এক পর্যায়ে "ভবিষ্যতে আর কোন জলসা করতে দেয়া হবে না" বলে ঘোষণা দিয়ে ব্যারিকেড তুলে নেয়ার অনুরোধ করে, এতে আন্দোলনকারীরা সাময়িক আনন্দিত হলেও "এবারের মত ছোট আকারে জলসার অনুমতি দেয়ার" কথা ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে তারা আবার উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং হৈচৈ শুরু করে। যাইহোক, পরবর্তীতে প্রশাসনের সাথে আন্দোলনকারীদের কোন একটা সমঝোতা হয় এবং ব্যারিকেড তুলে নেয়া হয়।

প্রথম আক্রমণ

ব্যারিকেড তুলে নেয়ার পর পরিস্থিতি বাহ্যত স্বাভাবিক দেখা গেলেও দুপুরের পর হঠাৎ করে আহমদনগরের কয়েকটি আহমদী বাড়িতে দুর্বৃত্তরা আক্রমণ চালায়। যাইহোক, প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার কারণে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। ঐদিন অর্থাৎ ২ মার্চ সন্ধ্যায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব নাঈমুজ্জামান মুক্তা জলসা প্রাঙ্গনে এসে আমাদের সাথে দেখা করেন এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে আমাদের আশ্বস্ত করেন, প্রায় একই সময় জেলা প্রশাসনের প্রধান দুই কর্মকর্তা এবং অপরাপর আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ আমাদের জলসা প্রাঙ্গনে আসেন। তারা আমাদের জলসা শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুন্দরভাবে করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে আমাদের নিশ্চিত করেন।

৩ মার্চ-এর ঘটনা প্রবাহ

শুক্রবার যথা সময়ে আমরা জুমার নামায আদায় করি এবং দুপুরের আহার সেরে সদস্যরা জলসার প্রস্তুতি নেন। এমনি সময় বেলা পৌণে তিনটার কিছু আগে **পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে** জলসার সূচনার পূর্বক্ষণে আকস্মিকভাবে জলসা প্রাঙ্গনের উত্তর দিকে **আহমদীয়া মেডিক্যাল সেন্টারে** আক্রমণ শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আক্রমণকারীরা জলসা প্রাঙ্গনের চারদিকে এবং আশেপাশের আহমদী বাড়িগুলোতে আক্রমণ শুরু করে এবং অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। আমাদের সদস্যগণ জলসা প্রাঙ্গনের দেয়ালের ভেতর থেকে অসহায়ের মত নিজেদের বাড়ি ও সহায় সম্পত্তি পুড়ে যেতে দেখেন। আমরা এসময় ৯৯৯ সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের ফোন করে সাহায্যের আবেদন জানাই। আমাদের বলা হয় যে, "ফোর্স মোতায়েন আছে" আমরা যেন চিন্তা না করি। কিন্তু প্রতিনিয়ত আক্রমণের তীব্রতা বাড়তে থাকে, আক্রমণকারীরা জলসা প্রাঙ্গনের দুটি গেট ও রাস্তার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত আমাদের স্বেচ্ছাসেবীদের উপর চড়াও হয়। তারা ইটপাটকেল, লাঠি এবং বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমাদের লোকদের মারতে থাকে। আমরা বার বার সাহায্যের জন্য ফোন দিতে থাকি আর প্রতিবারই বলা হয় যে ফোর্স আছে চিন্তা করবেন না। আমরা বললাম, আমরা তো ফোর্সের কোন এ্যাকশন দেখতে পাচ্ছি না, উপরন্তু একের পর এক আমাদের বাড়িঘর ধ্বংস করা হচ্ছে, আমাদের লোকজনকে আহত করা হচ্ছে। আহত এবং রক্তাক্ত অবস্থায় জলসা প্রাঙ্গনে আমাদের অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্পে তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া শুরু হয়। এদের মধ্যে কয়েকজনকে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্তু আক্রমণকারীরা ব্যারিকেড দিয়ে রাখায় কোন এম্বুলেন্সও আসতে পারে নি। এরই মধ্যে আক্রমণকারীরা আমাদের দুজন তরুণকে দায়িত্বরত অবস্থায় ধরে নিয়ে যায়। আক্রমণকারীরা **ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ হাসান নামক আমাদের একজন তরুনকে ধরে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে হত্যা করে জলসা প্রাঙ্গনের বাইরে উত্তর-পশ্চিম কোণে ফেলে রেখে যায়, আর নয়ন নামে আরেকজনকে পায়ের রগ কেটে এবং মাথায় মারাত্মক আঘাত করে রক্তাক্ত অবস্থায় জলসাগাহের প্রাচীরের উত্তরে মৃত মনে করে ফেলে চলে যায়। এছাড়া নূরুল ইসলাম সুমন, মিজানুর রহমান তোতা মিয়া এবং রফিক আহমদ প্রধান (রঞ্জু)-কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গুরুতর আহত করে।** অবশেষে প্রায় তিন ঘন্টা বিভীষিকাময় অবস্থা অতিবাহিত হওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এপ্রসঙ্গে বলতে হয় যে, আক্রমণ চলাকালে একজন পুলিশ কর্মকর্তার নেতৃত্বে জলসা এলাকায় মোতায়েন পুলিশ বাহিনী অনেকটা নির্লিপ্ত ভূমিকায় ছিলো। পরবর্তীতে ভিডিও ফুটেজ দেখে আমরা

বিষয়টি আরও নিশ্চিত হয়েছি। আগের দিন ২ মার্চ উক্ত কর্মকর্তাই পঞ্চগড় শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে আমাদের বিরোধীদের সমাবেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে আর কখনো জলসা করতে দেয়া হবে না! **প্রশাসনের একজন কর্মকর্তার এধরণের ঘোষণা একদিকে যেমন উগ্র ধর্মান্ধদের কাছে নতি স্বীকার অপর দিকে তা ছিলো আমাদের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।** আগের দিনের উক্ত ঘোষণাকে বিরোধীরা তাদের নৈতিক বিজয় বলে গণ্য করে এবং তাদের সাহস আরও বেড়ে যায়।

অবশেষে জলসা বন্ধের ঘোষণা

বিভীষিকাময় প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর প্রশাসনের কর্মকর্তারা এসে আমাদেরকে জলসা বন্ধের অনুরোধ জানান। তারা বলেন, এহেন পরিস্থিতে তারা আমাদেরকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নন। অবশেষে রাত আনুমানিক আটটার পর আমরা জলসা বন্ধের ঘোষণা দেই। জলসা প্রাঙ্গনে উপস্থিত নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে প্রায় আট হাজার সদস্য ব্যথিত হৃদয়ে এই ঘোষণা শোনেন। আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সুশৃংখল, তাই আমাদের সদস্যরা বিনা বাক্যব্যায়ে সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং ধৈর্য্য ধারণ করেন।

জলসার অনুমতি প্রসঙ্গে

জলসা অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কোন মহল থেকে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা সুস্পষ্ট জানাতে চাই, বিগত বছর (২০২২) জলসা অনুষ্ঠানের জন্য আমরা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে লিখিত অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রশাসন লিখিত অনুমতির বদলে মৌখিক অনুমতি প্রদান করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের তিনদিনের জলসা অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন। তখনই আমাদেরকে বলা হয়েছিলো যে, যেহেতু আমরা আমাদের নিজস্ব এবং দেয়ালঘেরা জায়গায় জলসা অনুষ্ঠান করি সেহেতু আগামী থেকে আমাদেরকে লিখিত অনুমোদন নিতে হবে না, শুধু অবগতকরণ করলেই চলবে। সে অনুযায়ী এবারের জলসার ৪ মাস আগে অর্থাৎ নভেম্বর ২০২২-এ সাক্ষাতের মাধ্যমে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র দিয়ে জলসা অনুষ্ঠানের বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা কামনা করি। সে অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসন আমাদেরকে মৌখিক অনুমতি প্রদান করেন। তাছাড়া ২৭ ফেব্রুয়ারি পুনরায় আমরা স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করে আমাদের জলসা অনুষ্ঠানের পূর্ণ প্রস্তুতির কথা অবহিত করি। এমনকি ২ মার্চ সন্ধ্যায় প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ আমাদের জলসাগাহ পরিদর্শন করে পরবর্তী দিন থেকে অনুষ্ঠেয় আমাদের জলসা অনুষ্ঠানের বিষয়ে সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

জলসা বন্ধ হলেও আক্রমণ অব্যাহত থাকলো

জলসা বন্ধের প্রেক্ষিতে শান্তি ফিরে আসা এবং নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদেরকে নিশ্চিত করা হলেও সারারাত ধরে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ এবং হুমকি অব্যাহত থাকে। রাত ৮টার পর আহমদনগর জলসা প্রাঙ্গন থেকে পার্শ্ববর্তী শালশিড়ি গ্রামে নিজ বাড়িতে যাওয়ার পথে ফুলতলা বাজারের কাছে আমাদের সদস্যদের উপর (নারী, পুরুষ এবং শিশু) আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে আহত করা হয়। প্রশাসনকে অবহিত করার পর সেখানে নিরাপত্তা বিধান করা হয়। তবে গভীর রাত পর্যন্ত আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ অব্যহত থাকে আর সারা রাতই আমাদেরকে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতে হয়।

গুজব এবং আক্রমণ

পরদিন ৪ মার্চ বিরুদ্ধবাদীরা পুলিশের গুলিতে অথবা গন্ডগোলের মধ্যে পড়ে নিহত অপর এক ব্যক্তির লাশ নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই হত্যার জন্য তারা আহমদীদের দায়ী করতে চেষ্টা করে। অথচ আহমদীরা ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে তাদের নিজস্ব জলসা প্রাঙ্গনে আবদ্ধ। তারা আরও মিথ্যা গুজব ছড়ায় যে আহমদীরা (তাদের ভাষায় কাদিয়ানী) নাকি তাদের দুজন সদস্যকে জবাই করে হত্যা করে করোতোয়া নদীর পাড়ে ফেলে রেখেছে। এর ফলে পুনরায় উত্তেজনা এবং আমাদের মাঝে আতংকের সৃষ্টি হয়। যাইহোক, এবার প্রশাসনের সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রাহণের ফলে দিনের বেলায় কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে নি। এদিকে রাত নেমে এলে (৪ মার্চ, জলসা বন্ধের পরের রাত) আবারও চোরাগুপ্তা

আক্রমণ শুরু হয়। দুর্বৃত্তরা আহমদীদের বাড়িঘরে ঢুকে তাদের মারধর করে মারাত্মক আহত করে এবং বাকী আরও কয়েকটা বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এসময়ে তারা জনাব দাউদ আহমদ বোখারী ও তাঁর স্ত্রী জাকিয়া বেগমকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। দুষ্কৃতিকারীদের আঘাতে জনাব দাউদ বোখারীর হাতের দুটি আঙুল প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলে পড়ে। এছাড়া আমাদের আরও দুজনকে প্রকাশ্যে আঘাত করে আহত করে। অবশেষে অধিক পরিমাণে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলে, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। তারপরও প্রায় সারারাত আমাদেরকে উৎকণ্ঠায় কাটাতে হয়।

এভাবে পর পর তিনদিন প্রশাসনকে কোনরূপ তোয়াক্কা না করে মৌলবাদী দুর্বৃত্তদের এহেন ধৃষ্টতা দেশ ও জাতির জন্য এক মহা অশনি সংকেত ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, দেশ ও জাতির স্বার্থে দেশবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল এই চক্রকে আর এক চুল ছাড় দেয়ারও কোন সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না। আমাদের মনে রাখতে হবে সেই প্রবাদবাক্যটিঃ তোমারে বধিবে যে, গোকূলে বাড়িছে সে!

বাংলাদেশে আহমদীয়াত

আমরা আহমদী মুসলমানগণ এদেশে একশ' দশ বছর যাবত বসবাস করে আসছি। অর্থাৎ ১৯১৩ সাল থেকে সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে বসবাস করছি। আমরা এ সমাজেরই লোক, আমরা কেউ বাইরে থেকে আসিনি বা স্বতন্ত্র কোন জাতি বা গোত্রেরও নই। আমরা বৃহত্তর মুসলিম সমাজেরই অংশ এবং বৃহত্তর মুসলিম সমাজে আমাদের আত্মীয় পরিজন রয়েছেন।

আমরা কলেমা লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সহ ইসলামের সমস্ত মৌলিক বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখি। ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ, কলেমা, নামায, রোজা, যাকাত এবং হজ্ব এর প্রতি সর্বান্তঃকরণে ঈমান রাখি এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পালন করে থাকি। পবিত্র কুরআন আল্লাহর শেষ শরিয়ত গ্রন্থ। আমরা বিশ্বাস করি, কিয়ামত কাল পর্যন্ত এই কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র হেদায়াত স্বরূপ এবং এর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন হবে না। আমরা ইসলামের সকল বিধিবিধান মেনে চলি। আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কুরআন শরীফে বর্ণিত খাতামান্নাবীঈন বলে মান্য করি। অপরাপর মুসলমান তরিকার সাথে আমাদের মূল পার্থক্য হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমণকে কেন্দ্র করে। আহমদী মুসলমানদের বিশ্বাস, অবিভক্ত ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক স্থানে আগমনকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই হলেন প্রতিশ্রুত মসিহ ও ইমাম মাহদী। অন্যরা বিশ্বাস করেন ইমাম মাহদীর এখনো আগমণ ঘটে নি। মূল পার্থক্য এটিই। অথচ আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে আমরা নাকি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে খাতামান্নবীঈন বা শেষ নবী মানি না, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) নাকি আমাদের দৃষ্টিতে শেষ নবী (নাউজুবিল্লাহ), ইত্যাদি। এধরণের অনেক মনগড়া বক্তব্য ও ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে, বিভ্রান্ত করে আক্রমণ পরিচালনা করা হচ্ছে।

১৯১৩ সালে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলেও ১৯০৪ সালে চট্টগ্রামের আনোয়ারার একজন বিশিষ্ট আলেম হযরত আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ সর্বপ্রথম বাঙালী যিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বয়াত নিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে কিশোরগঞ্জের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত রইস উদ্দিন খান সাহেব ইমাম মাহদীর হাতে বয়াত নেন। ১৯০৯ সালে বগুড়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদেন। খান সাহেব পরবর্তীতে ১৯২০ সালে প্রথমে লন্ডনে এবং ১৯২২ সালে আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে জার্মানীর বার্লিনে প্রথম ইসলাম প্রচারক হিসেবে সেবা দান করেন। বাংলায় আনুষ্ঠানিকভাবে জামা'ত প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৩ সালে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশিষ্ট আলেম ও পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহ.), যিনি "বড় মাওলানা সাহেব" নামে এলাকায় সুপরিচিত ছিলেন, তিনি ১৯১২ সালে কাদিয়ানে গিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৎকালীন অর্থাৎ প্রথম খলিফা হযরত হাজী হেকিম নূরুদ্দীন (রা.)-এর হাতে বয়াত নিয়ে আহমদীয়া জামা'তে যোগ দেন। তাঁর আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তাঁর মুরিদানের একটা বিরাট অংশসহ অত্র এলাকার অসংখ্য লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করে। ১৯১৩ সালে তাঁর মাধ্যমেই বাংলাদেশে আহমদীয়া জামা'তের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। সে সময় বাংলার অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রাম

সরকারী কলেজের আরবী ও ফার্সী বিভাগের শিক্ষক এবং চকবাজার ওলী খাঁ মসজিদের পেশ ইমাম প্রফসর আব্দুল লতিফ সাহেব, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নাটোরের খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খরমপুরের বিশিষ্ট মুসলিম পরিবারের জনাব গোলাম মাওলা খাদেম ও গোলাম সামদানী খাদেম (পরবর্তীতে স্বনামধন্য আইনজীবি), আল্লামা জিল্লুর রহমান, সুফী মুতিউর রহমান বাঙালী (পরবর্তীতে আমেরিকায় ইসলাম প্রচারক) আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তেমনিভাবে জনাব আব্দুর রহমান খান বাঙালী আহমদীয়াত গ্রহণ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম প্রচারক হিসেবে সেবা দান করেন। এছাড়া পর্যায়ক্রমে আরও অনেক উচ্চ শিক্ষিত এবং সরকারী কর্মকর্তা আহমদীয়াত গ্রহণ করে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত হন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আহমদী মুসলিমদের অবদান

১৯৭১ সালে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ও নেতৃত্বে নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যগণও এদেশের অপরাপর জনসাধারণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, অনেকে শহীদ হয়েছেন। **সর্বশেষ সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ৭৪ জন আহমদী মুক্তিযোদ্ধা যাদের মধ্যে ৬ জন শহীদ রয়েছেন।** শহীদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হলেন, স্বন্দীপের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক 'স্বাধীনবাংলা সংগ্রাম পরিষদের' সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ জাহিদুর রহিম মোক্তার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদুল্লাহ হলের আবাসিক শিক্ষক শহীদ অধ্যাপক আতাউর রহমান খান খাদেম। তাঁকে ২৬ মার্চ ভোরে আরও কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রের সাথে পাকবাহিনী হত্যা করে। আরও আছেন, পার্বতীপুরের শহীদ ডা. শামসাদ আলী। সরকার শহীদ বুদ্ধিজীবি সিরিজে তাঁর নাম ও ছবি সম্বলিত ডাক টিকেট প্রকাশ করে। আহমদী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দুইজন বীরপ্রতীক রয়েছেন। এছাড়া ২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রণকারী অন্যতম বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য। পরিতাপের বিষয়, সম্প্রতি শালশিড়িতে আহমদীদের বাড়িঘর আক্রান্তদের মাঝে আমাদের দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী ও মোহাম্মদ হানিফের বাড়িও রয়েছে।

আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন মূলত বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র

যেমনটি উল্লেখ করেছি যে, বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলায় আহমদীয়াতের যাত্রা শুরু হয় এবং ১৯১৩ সাল থেকে তা সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। সুদীর্ঘ এই ১১০ (১৯১৩-২০২৩) বছরের মধ্যে আশির দশকের শেষ এবং নব্বই'এর দশকের পূর্বে বাংলাদেশে আহমদীয়াত কোন ইস্যু ছিলো না। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া সমাজে সবার সাথে শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যেই তারা বসবাস করে আসছিলেন। কিন্তু আশির দশকের শেষ বিশেষ করে নব্বই'এর দশকের শুরু থেকে একটি স্বার্থান্বেষী মহল এই সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করে দেশের মধ্যে একটি বিভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে মুছে ফেলে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে পুনরায় পাকিস্তানী ভাবধারায় ফিরিয়ে নেয়ার এক চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে দেশী ও বিদেশী চক্র দেশকে অস্থিতিশীল করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। আর সেজন্য তারা নিরীহ আহমদীদেরকে টার্গেটে পরিণত করতে চাইছে। দেশের ক্রান্তিকাল যখন উপস্থিত হয় তখনই তারা আহমদীয়া ইস্যু এনে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যখন এদেশে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয় এবং জামায়াত নেতা গোলাম আজমকে এদেশ থেকে বহিঃস্কার এবং একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের দাবী উত্থাপিত হয়, গণআদালত গঠিত হয়, তখনই হঠাৎ করে এদেশে "কাদিয়ানী" তথা আহমদীয়া ইস্যু আমদানী করা হয়। এপ্রসঙ্গে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামীর একটি বক্তব্যের প্রেক্ষিতে **আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এবং প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের বিবৃতিটি বিশেষ গুরুত্ব রাখে। তিনি তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন, "বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী কোন কিছু না জেনে কথা বলেন না। আহমদীয়ারা (কাদিয়ানী) মুসলমান কি অমুসলমান এর**

সিদ্ধান্ত মানুষ দিতে পারে না। কেবল স্বয়ং অন্তর্যামী মহান আল্লাহ পাকই এ বিষয়টি নির্ধারণ করতে পারেন। একথা আমাদের কাছে অতি স্পষ্ট যে, নিজামী সাহেবরা স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের বিচারের দাবীতে বর্তমান চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চক্রান্ত করছেন। জনগণের সামনে এই ঘৃণিত চক্রান্ত নগ্নভাবে ধরা পড়েছে। এদেশের গণতন্ত্রমনা সচেতন জনগণ কখনোই এই ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়িত হতে দিবে না।" (দৈনিক সংগ্রাম, ৩ নভেম্বর, ১৯৯৩)

বাংলাদেশে খতমে নবুয়ত আন্দোলন পাকিস্তানী এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছে

বাংলাদেশে আহমদীয়া বিরোধী খতমে নবুয়ত আন্দোলনের সূত্রপাত করেন বায়তুল মোকাররমের তৎকালীন খতীব ওবায়দুল হক ১৯৯০ এর গোড়ার দিকে। তার আন্দোলন ছিল মূলত নব্বই-এর শুরু থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত। তিনি যে পাকিস্তানের খতমে নবুয়ত সংগঠনের এজেন্ট বা মদদপুষ্ট হয়ে কাজ করেছেন তা পাকিস্তানের তৎকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়। **১৯৯৩ সালের দি ডেইলি পাকিস্তান, লাহোর পত্রিকার একটি খবর ছিল– 'মজলিসে তাহাফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশের আমির মাওলানা উবায়দুল হক করাচি পৌঁছে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত সম্মেলনের প্রস্তুতি বিষয়ে নেতৃবর্গের সাথে পরামর্শ করেন'**। পরবর্তীকালে (২০০৩-২০০৬) মুফতি নূর হোসাইন নূরানী (বর্তমানে রাষ্ট্রদ্রোহী মামালায় কারাগারে) এবং মুফতি মাহমুদুল হাসান মোমতাজী নামে দুই ব্যাক্তি খতমে নবুয়ত সংগঠনটির নেতৃত্ব দেন। বর্তমানে এর নেতৃত্বে রয়েছেন, মুফতি মোহাম্মদ শুয়ায়েব ইব্রাহীম নামক এক ব্যক্তি। **অতি সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বাংলাদেশের খতমে নবুওয়ত সংগঠনের এই নেতা মুফতি মুহাম্মদ শুয়ায়েব স্পষ্টভাবে এবং গর্বের সাথে বললেন যে, তিনি পাকিস্তান গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পাকিস্তানের মুলতানে মাওলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি প্রতিষ্ঠিত খতমে নবুয়ত সংগঠনটি পরিদর্শন করেন, এবং দেশে ফিরে এসে ঠিক তার অবিকল (তার ভাষায় নকল ও 'ফটোকপি') সংগঠন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন।** (আমাদের কাছে সেই ভিডিওটি রয়েছে)।

একাধারে পাকিস্তানী মৌলবীদের বাংলাদেশে আগমন ও তাদের অপতৎপরতা

নব্বইয়ের গোড়া থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১ এর পর থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সময়ে একাধারে পাকিস্তানী ধর্মব্যবসায়ী মৌলবীদের এদেশে আগমন ও তাদের অপতৎপরতায় বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিলো পাকিস্তানী রাজনৈতিক ও উগ্র মৌলবীদের অভয়ারণ্য। এসময় খতমে নবুয়ত সংগঠনের ব্যানারে বিভিন্ন সভাসমাবেশে যোগদান, বক্তব্য প্রদান এবং বিভিন্ন মাদ্রাসায় 'খতমে নবুয়ত প্রশিক্ষণ কোর্স' তারা পরিচালনা করেন। এদের মধ্যে পাকিস্তানের আদালত কর্তৃক ঘোষিত "টাউট মৌলবী" আল্লাওসায়া, পাঞ্জাবের এমপি মৌলবী মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি, মৌলবী দ্বীন মোহাম্মদ খান, মৌলবী আব্দুল আহাদ (লাহোর), মৌলবী আঞ্জির শাহ কাশ্মিরী, মুফতি তায়্যেবুল ইসলাম কাশ্মিরী প্রমুখ বিতর্কিত ও জঙ্গী ভাবাপন্ন মৌলবীগণ তাদের এদেশীয় দোসরদের নিয়ে "কাদিয়ানী বিরোধী" বিভিন্ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বিএনপি জোট সরকারের প্রধান শরীক দল জামায়াতে ইসলামী এদের প্রত্যক্ষ্য সহযোগিতা ও সমর্থন দান করে। সে সময়ে জামায়াতে ইসলামীর নেতা গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী গং এর বক্তব্য বিবৃতি থেকে তা সুস্পট প্রতীয়মান হয়।

সে সময়ের কিছু পত্রিকার সংবাদ ও সংবাদ ভাষ্য

আহমদীয়া বিরোধী বক্তব্যের পাশাপাশি **মৌলবী মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি দৃষ্টতা দেখিয়ে বলেন, ১৯৭১-এ পাকিস্তানী সৈন্যরা এদেশে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করেছিল।** (সম্পাদকীয়: দৈনিক আজকের কাগজ, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪)

"Jamaat Opens a New Front: Khatme Nabuwat"– by Professor Zillur Rahman Siddiqi, The Daily Star, 04/01/1994.

'ভারত পাকিস্তানের বিতর্কিত মৌলবাদী নেতারা বাংলাদেশে!' "পাকিস্তান-ভারতের বিতর্কিত জঙ্গী নেতারা এখন বাংলাদেশে! তাদের মিশনটা কী এখানে? গোপনে জঙ্গী মুজাহিদীন রিক্রুটিং না অন্যকিছু? বিশেষ করে স্ব স্ব দেশে বিতর্কিত হওয়া সত্বেও ঢাকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের

অনাপত্তি যোগাড় করে তারা এখানে এসে যেভাবে নানা জায়গায় যাচ্ছেন তা নিয়ে ওয়াকিফহাল মহলগুলোতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এঁদের মধ্যে পাকিস্তানে বিশেষ বিতর্কিত মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি আগেও ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। একই সময়ে ভারত থেকে আসা মুফতি তায়্যেবুল ইসলাম কাশ্মিরীও তার দেশে নানা কারণে আলোচিত, বিতর্কিত। দু'জনেই খতমে নবুয়তের নেতা। কাদিয়ানী ইস্যুসহ নানা কারণে উগ্র ভূমিকার এরা দুজনই স্ব স্ব দেশে বিশেষ সমালোচিত বিতর্কিত।" (দৈনিক জনকণ্ঠ, ০৮/০৩/২০০৪)

সেই চিনিউটি মৌলভী এখন কোথায়? দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬/০৩/২০০৪

বিদেশী ধর্মব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য এবং আমাদের প্রশাসনের নীরবতা। সম্পাদকীয়, আজকের কাগজ, ১৩/০১/১৯৯৪

দেশটাকে কি ওরা পাকিস্তান ভাবছে? লেখক: মাহফুজ সিদ্দিকী, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮/১২/১৯৯৩

একাত্তরকে যেন ভুলে না যাই। দৈনিক সংবাদ, ২৬/১২/১৯৯৩

খতমে নবুয়ত গোষ্ঠীর তৎপরতা: দৃশ্যপটে বার বার নতুন নেতা। দৈনিক প্রথম আলো, ০৪/০৬/২০০৫

পাকিস্তান তাহাফফুজের ঢাকা পরাজয় দিবস পালন

পাকিস্তানের উর্দূ দৈনিক ঝং-এর বরাত দিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠ লিখে, পাকিস্তান ভিত্তিক আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত সংগঠন ১৬ ডিসেম্বরকে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' হিসেবে পালন করেছে। (১৯/১২/১৯৯৪), ঐদিন দৈনিক ভোরের কাগজও একই সংবাদ প্রকাশ করে।

এধরণের অসংখ্য সংবাদ ও প্রতিবেদন সে সময়কার পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত/প্রচারিত হয়। অতএব ধর্মের লেবাসে 'খতমে নবুয়ত' সংগঠন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী তাতে আর সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

ধর্মের ছদ্মাবরণে পাকিস্তানী নীলনকশা

উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনা এবং সংবাদ ভাষ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খতমে নবুয়ত তথা আহমদীয়া (কাদিয়ানী) বিরোধী আন্দোলন মূলত ধর্মের ছদ্মাবরণে পাকিস্তানী রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তয়নের ষড়যন্ত্র। আহমদীদের মত অতি নীরিহ ও আইন মান্যকারী একটি গোষ্ঠীকে "বলির পাঠা" বানিয়ে এদেশকে তারা পাকিস্তানের মত একটি ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণতঃ করতে চায়। 'মুখে শেখ ফরিদ কিন্তু বগলে এদের ইট'– এটিই তাদের নীতি! ১৯৭৪ সালে ধর্মান্ধ ও রাজনৈতিক মৌলবাদীদের চক্রান্তে এবং তাদের সমর্থনে ক্ষমতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে ভূট্টো সরকার পাকিস্তানে আহমদীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে। কিন্তু তার পরও ভূট্টো বেশীদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেন নি, আর যারা তাকে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা দিতে প্ররোচিত করেছিলো এবং আজীবন ভূট্টোকে সমর্থন দেয়ার কথা বলেছিলো তারাও শেষ পর্যন্ত ভূট্টোকে ছেড়ে চলে যায়! ফাঁসির আসামী ভূট্টো তাই আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমার দল একজন মৃত ভূট্টোকেই কামনা করে", তিনি বিমর্ষ অবস্থায় কান্না ভেজা কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, "আজ কোথায় সেইসব কুলাঙ্গারের দল যারা আমার জন্য তাদের জীবন বিলিয়ে দিবে বলেছিল!" (**ভূট্টো কা আখেরী ৩২৩ দিন** অর্থাৎ ভূট্টোর জীবনের শেষ ৩২৩ দিন নামক পুস্তক, কর্ণেল রফিউদ্দিন কৃত)। ধর্মব্যবসায়ীদের চরিত্র সম্পর্কে পাঞ্জাবের তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী ও ভূট্টোর ঘনিষ্টজন হানিফ রামে'র একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আহমদীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই **দি পাকিস্তান টাইমস, ২৫ অক্টোবর, ১৯৭৪** লিখে, "এ প্রসঙ্গে জনাব হানিফ রামে' এক শ্রেণীর আলেমদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'তারা কসম খেয়ে বলেছিলো, ভূট্টো সাহেব যদি ৯০ বছর পুরনো কাদিয়ানী সমস্যার সমাধান করে দেন, তাহলে তারা তাদের দাড়ি দিয়ে ভূট্টোর জুতা পালিশ করে দিবে। কিন্তু বাস্তবতা প্রমাণ করে দিয়েছে, কেবল পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) ও ভূট্টো সাহেব এসমস্যা নিরসনে আন্তরিক ছিলেন, আর এসব উলামা আর বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদরা নিছক রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইস্যুটিকে ব্যবহার করেছিলেন'।" বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং অবসরপ্রাপ্ত বিমান বাহিনী কর্মকর্তা **এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহী চৌধুরী ২০০৫ সালের ২৬ মার্চ দি ডেইলী স্টার পত্রিকায় "লেট'স নট ক্রিয়েট এ ফ্রাংকেস্টেইন"** শিরোনামে লিখেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বাম-ধারার প্রতি অনুরক্ত রহস্যময় অতীতের অধিকারী জুলফিকার আলী ভূট্টো ১৯৭৪ সালে

আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করেন। মূলত সময়টি পাকিস্তানের জন্য ছিল গভীর হতাশা ব্যাঞ্জক। ১৯৭১-এর যুদ্ধে পরাজয়, পূর্বাঞ্চল হাতছাড়া হওয়া, ব্যাপক আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় ইত্যাদির কারণে দেশটি তখন এক কঠিন সময় পার করছিল, আর তা থেকে দৃষ্টি সড়িয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই আহমদীয়া ইস্যুকে সামনে তুলে তাদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়।"

আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণার পরেও পাকিস্তানে অত্যাচার নির্যাতন থামে নি

পাকিস্তানে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণার আগে মোল্লারা এও বলেছিলো যে, (যেমনটি আজকাল বাংলাদেশেও বলছে) অমুসলিম ঘোষণা হয়ে গেলে আহমদীরা (কাদিয়ানীরা) অন্যান্য অমুসলিম সংখ্যালঘুদের মত নিরাপদে বসবাস করবে এবং তাদের ধর্মকর্ম পালন করবে। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে ঠিক তার বিপরীত! ১৯৭৪ সালে অমুসলিম ঘোষণার পর থেকে ২০২৩ এই ৪৯ বছরে পাকিস্তানের আহমদীরা অনবরত নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছেন। তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ, ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে! আহমদীদের মসজিদ থেকে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' মুছে ফেলা হচ্ছে, আহমদীদের মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। কয়েকদিন পরপরই এধরণের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। আহমদীদের কবরস্থান থেকেও কলেমা মুছে ফেলা হচ্ছে, অনেক জায়গায় কবরগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছে, কবর থেকে লাশ উঠিয়ে ফেলে দিচ্ছে। তাদের এই আক্রমণ থেকে নোবেল বিজয়ী বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. আব্দুস সালামের কবরও রেহাই পায় নি! তাছাড়া, লেখাপড়া, চাকরী ও ব্যবসা-বানিজ্যসহ নানা ক্ষেত্রে আহমদীগণ প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। আহমদী হওয়ার 'অপরাধে' পরীক্ষাসমূহে অসাধারণ ফললাভের পরেও আহমদী শিক্ষার্থীদের ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না, চাকুরীতে প্রমোশন আটকে দেয়া হচ্ছে। গত ৪৯ বছরে আহমদী জামা'তের আড়াইশতাধিক সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। ধর্মব্যবসায়ীরা এমনই হয়ে থাকে। তারা কখনো ওয়াদা রক্ষা করে না। ইতিহাস এ সাক্ষীই প্রদান করে। **মোল্লাতন্ত্রকে একবার বাড়তে দিলে তা কখনোই দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না, পাকিস্তান তার জ্বলন্ত উদাহরণ।**

পাকিস্তানের অধঃপতনের শুরু এবং এথেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ

১৯৭১ সালে নিরীহ বাঙালী হত্যাযজ্ঞে ইন্ধন তথা সম্পৃক্ততা, মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হাতছাড়া হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ এবং ভারতের সাথে যুদ্ধে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের জন্য পাকিস্তানের জনগণ ইয়াহিয়ার পাশাপাশি ভূট্টোকেও দায়ী করে। উপরন্তু এটা একটি ঐতিহাসিক সত্যও বটে। **১৯৭২ সালে ক্ষমতায় এসে ভূট্টো সেই অপবাদ থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে সরানোর উদ্দেশ্যে আহমদীয়া ইস্যু সামনে নিয়ে আসেন এবং চতুরতা এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মোল্লাদের দিয়ে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন সারা পাকিস্তানে জোড়দার করান। যার পরিণামে ১৯৭৪ সালে আহমদীদেরকে সাংবিধানিক ভাবে (for the constitution of Pakistan) অমুসলিম ঘোষনা করেন। এর মাধ্যমে জুলফিকার আলী ভূট্টো নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা পারেন নি! নির্মম ইতিহাস তার স্বাক্ষী। অপরদিকে, এর মাধ্যমে তিনি দেশটিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও হানাহানির নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন করেন। এরপর থেকে পাকিস্তান মোল্লাতন্ত্রের যে বেড়াজালে আটকা পরে তা থেকে আর বের হয়ে আসতে পারে নি। ক্রমে মোল্লাতন্ত্র দেশটিতে জেঁকে বসে। ভূট্টোর পর সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়া উল হক তাতে আরো উগ্র মাত্রা যোগ করেন। মূলত নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতেই তাদের এই অপকৌশল।মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণে পাকিস্তানের অধঃপতন শুরু হয় সেই তখন থেকেই। মোল্লাতন্ত্রের "ওপেন লাইসেন্স"-এর ফলে টানা সাম্প্রদায়িক কোন্দলে পাকিস্তান আজ ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।** পাকিস্তানে খুব কম শুক্রবারই আসে যেখানে কোন না কোন মসজিদ বা মাজারে আত্মঘাতি বোমা বিস্ফোরণ না ঘটে, আর অসংখ্য নিরীহ লোক মারা না যায়। সেখানে আজ সুন্নীরা শিয়াদের হত্যা করছে, আর শিয়ারা সুন্নীদের। সাম্প্রদায়িক হানাহানি আর হিংসা-বিদ্বেষ সেদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে দেশটাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে।

ইউনাইটেড স্টেটস ইন্সটিটিউশন অফ পীস, জানুয়ারি ২০২৩-এর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেঃ পাকিস্তান আজ

বহুমুখী অভ্যন্তরীন ও বহিরাগত দ্বন্দে নিপতিত রয়েছে। চরমপন্থা এবং অসহিষ্ণুতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ফলে দেশটির উন্নতি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং স্থিতিশীলতা আজ হুমকীর সন্মুখীন। সমস্যার নির্ভরযোগ্য এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানে সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যার্থতা দলগুলোকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। **ইন্টারন্যাশন্যাল জার্নাল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ, ভলিউম ৮, ইস্যু ৪, এপ্রিল-২০১৭ সংখ্যায় "ইম্প্যাক্ট অফ সেক্টেরিয়ানিসম অন ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি এন্ড সোসাইটি অফ পাকিস্তান"** শিরোনামে লিখেছে, সাম্প্রদায়িকতা দেশটির ভাবমূর্তিকে কেবল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্তই করে নাই বরং দেশটির সমাজকেও গুরুতরভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে। সাম্প্রদায়িকতা আজ জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকীর মধ্যে ফেলেছে যেহেতু উগ্র দলগুলো বিদেশের বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠনগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। **লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড সায়েন্স এর তালহা মুনির "সেক্টেরিয়ানিজম ইন পাকিস্তান: ইফেক্টস এন্ড সলিউশন্স"** শিরোনামে এক গবেষণা পত্রে লিখেন, পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম প্রধান ও গুরুতর পরিণতি দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিশেষ করে শিয়া-সুন্নী পারস্পরিক হানাহানি পাকিস্তানকে জঙ্গী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। জঙ্গী এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বিদেশী বিনিয়োগ হ্রাস পেয়ে দেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়ার পথে নিয়ে গেছে। (অক্টোবর, ২০১৭)

পাকিস্তানীরা আজ বাংলাদেশকে তাদের রোলমডেল মনে করে আর পক্ষান্তরে এদেশের ধর্মব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে চায়

এমনি অবস্থায় সাধারণ পাকিস্তানীরা আজ বাংলাদেশকে তাদের রোল মডেল মনে করছে। পাকিস্তানীরা আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, বাংলাদেশের এই ঈর্ষনীয় অভূতপূর্ব উন্নতির পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় হানাহানি থেকে মুক্ত। তারা আজ দাবীর সাথে বলছে, **"হামে বাংলাদেশ বানাদো"**, অর্থাৎ আমাদেরকে বাংলাদেশ বানিয়ে দাও। তারা আজ বাংলাদেশের মত হতে চায়! তাই প্রশ্ন জাগে, **আজ যারা বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অনুকরণে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়, পাকিস্তানী অনুকরণে এদেশে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক হানাহানির পথ উন্মুক্ত করতে চায়, আজ কাদিয়ানী, কাল হানাফী-আহলে হাদিস, মাজহাবী-লা'মাজহাবী, তারপর কওমী-দেওবন্দী, সা'দ পন্থী, জোবায়ের পন্থী, পীরপন্থী ইত্যাদি একের পর এক সহিংসতা ছড়িয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে তার চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক চরিত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িক ভাবধারায়– তারা কি বাংলাদেশের কল্যাণকামী, নাকি নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত?** পাকিস্তানীরা আজ যা মর্মে মর্মে উপলবদ্ধি করে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে, সেখানে আমাদের দেশের কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল দেশকে সেদিকে ঠেলে দিতে চাইছে! আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঐসব ধর্মব্যবসায়ী মৌলবাদি সাম্প্রদায়িক চক্র বাংলাদেশে আহমদীয়া ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেশে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে বলে বিভিন্ন সূত্র আশংকা প্রকাশ করছে। তারা আজ প্রকাশ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রকে হুমকী দিচ্ছে, "শরিয়া আইন" ও "মুসলমানের সরকার" প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে! এমতাবস্থায় সময় থাকতে সঠিক ও কঠোর পদক্ষেপ না নিলে এদেরকে সামলানো দূরূহ হয়ে যাবে। আজ তারা আহমদীয়া ইস্যুতে সফলকাম হলে আগামীতে তারা অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদ এমনকি তাদের বিরোধী যেকোন মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও হানাহানির যে "প্যান্ডোরার বাক্স" তারা খুলতে চায়, তা পরিণামে বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যাবে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না, পাকিস্তানই এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

শেষ কথা

বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ার "ইমার্জিং টাইগার"। বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। অতএব, দেশের চলমান উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কালক্ষেপণ না করে পাকিস্তানের এজেন্ট এইসব ধর্মব্যবসায়ী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা নেয়া উচিত। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের মাধ্যমে দেশবিরোধী সকল সাম্প্রদায়িক অপশক্তি নির্মূল হোক, এই আমাদের একান্ত কামনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ও দুর্বৃত্তায়ন থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

বাংলাদেশে জঙ্গী ও ধর্মব্যবসায়ী পাকিস্তানী মৌলবীদের অপতৎপরতা: পত্রিকার পাতা থেকে

প্রথম আলো

সোমবার ১২ জানুয়ারি ২০০৪, ২৯ পৌষ ১৪১০

আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশনা নিষিদ্ধের নিন্দা

কে মুসলমান আর কে নয় তার বিচার করবেন আল্লাহ : হাসিনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রকাশনাসমূহ নিষিদ্ধ করার নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, আমাদের সংবিধানে প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া আছে। কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অধিকার কারো নেই। এটা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। সরকার কেন এ সিদ্ধান্ত নিল সেটাই আমার প্রশ্ন।

তিনি বলেন, আমরা সব ধর্মের স্বাধীনতায়

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

আহমদিয়া প্রসঙ্গে হাসিনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্বাস করি। আর সহনশীলতাই হচ্ছে ইসলামের বড় কথা। কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয় তার বিচার করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। পবিত্র কুরআন শরিফেও আল্লাহতায়ালা তা-ই বলেছেন। কে মুসলমান আর কে নয়, এ সিদ্ধান্ত মানুষ নিলে তা হবে খোদার ওপর খোদগারি করা।

গতকাল রোববার ধানমন্ডি দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, যদি কারো বই নিষিদ্ধ করতেই হয়, তাহলে সবার আগে জামায়াতে ইসলামী ও মওদুদীর বই নিষিদ্ধ করতে হবে। কারণ মওদুদীর বইয়ে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে অনেক অসত্য ও অশালীন কথা লেখা আছে। তৎকালীন পাকিস্তানেও তার বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

THE DAILY INQILAB

29 DEC. 1993

আলজামেয়াতুল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বার্ষিক ইসলামী সম্মেলন

তাং- ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর'৯৩

রোজঃ বৃহস্পতি ও শুক্রবার

সম্মেলনে যারা এসেছেন ও আসবেন-

- শায়খ মোহাম্মদ নাসের আল-আববুদী
  সেক্রেটারী জেনারেল, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী, সউদী আরব।
- শায়খ ওমর মোহাম্মদ আলমিদ্‌ফা
  প্রাক্তন পরিচালক, ধর্ম ও ওয়াকফ বিভাগ, সারজাহ, আরব আমিরাত।
- শায়খ সালেম বিন জুমআ বিন সালেম
  প্রশাসনিক বিভাগীয় প্রধান, ধর্ম ও ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, আরব আমিরাত।
- শায়খ আবু জাইদ ইব্রাহীম
  ফতওয়া বিভাগীয় প্রধান, দুবাই, আরব আমিরাত।
- আল্লামা খালেদ মাহমুদ সাহেব
  চেয়ারম্যান, ইসলামিক একাডেমী, মানচেষ্টার, বৃটেন।
- ডঃ আবদুর রাজ্জাক সাহেব
  ভারত-উপমহাদেশস্থ লিবীয় প্রতিনিধি, লিবিয়া।
- মাওলানা মনজুর চিনয়ুটি সাহেব
  মুজাহিদ, খতমে-নবুওয়ত, পাকিস্তান।
- আল্লামা আনজর শাহ্ কাশ্মীরী সাহেব
  শায়খুল হাদীছ, দারুল উলুম দেওবন্দ (ওয়াকফ), ভারত।
- আল্লামা সৈয়দ আব্দুল মজীদ নদীম সাহেব
  চীফঅর্গনাইজার, তাহাফ্‌ফুজে হুকুকে আহলে সুন্নত, পাকিস্তান।
- মাওলানা কারী মোহাম্মদ তৈয়ব সাহেব,
  খতীব, কওলুন মসজিদ, হংকং।

সকলের প্রতি দ্বীনী দাওয়াত রইলো।

নিবেদক

(আলহাজ মাওলানা) মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী (সাহেব)

মুহতামিম,

আলজামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ফোনঃ ২২৫৪৯২

জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ এর উদ্যোগে ১০ দিন ব্যাপী

খতমে নবুওয়ত প্রশিক্ষন কোর্স

আগামী ১লা জানুয়ারী '৯৪ থেকে আরম্ভ

স্থানঃ জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ, মিরপুর-ঢাকা।

প্রশিক্ষন প্রদান করবেনঃ

কাদিয়ানীদের আস্তানা 'রাবওয়া' বিজয়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুনাজেরে ইসলাম আল্লামা মঞ্জুর আহমদ, চিনিউটি।

প্রশিক্ষন গ্রহনে আগ্রহী আলেমদেরকে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(মাওলানা) শামছুদ্দীন কাসেমী, জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ
মিরপুর-ঢাকা-১২১৮, ফোনঃ ৮০১৭৬০

দৈনিক
সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM
ঢাকায় মঙ্গলবার ১৯শে কার্তিক, ১৩৯৯ ঃ ৩রা নবেম্বর, ১৯৯২

কাদিয়ানীদের সম্পর্কে নিজামীর বক্তব্যের জবাবে জিল্লুর রহমান

গত ১লা নবেম্বর দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বিবৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশার্থে এক বিবৃতি প্রদান করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা কোন কিছু না জেনে কথা বলেন না। আহমদীয়ারা (কাদিয়ানী) মুসলমান কি অমুসলমান এর

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন)

জবাবে জিল্লুর রহমান

সিদ্ধান্ত মানুষ দিতে পারে না। কেবল স্বয়ং অন্তর্যামী মহান আল্লাহ পাকই এ বিষয় নির্ধারণ করতে পারেন। তবে পবিত্র কুরআন হাদীসে মুসলমানের সংজ্ঞা অতি স্পষ্টভাবে দেয়া আছে। হাদীস শরীফে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন- পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি যথা (১) কলেমা, (২) নামাজ (৩) রোজা (৪) হজ্ব এবং (৫) যাকাত। হাদীসে বর্ণিত সংজ্ঞাই নির্ধারণ করবে তাঁরা মুসলমান কি মুসলমান নন।

তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে যে, মনের খবর কেবল অন্তর্যামীই জানেন। মদীনায় আলমতমারী চলাকালে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয় কাদের নাম মুসলমান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে? মহানবী (সাঃ) স্পষ্টভাবে বলেন, "যে নিজের মুখে মুসলমান হবার দাবী করে তাকে আমার জন্য মুসলমানদের তালিকাভুক্ত কর" হাদিস শরীফে আছে "যে ব্যক্তি স্বইচ্ছায় ও সজ্ঞানে কালেমা তৈয়বা পাঠ করেন এবং তার উপর সার্বিক অর্থে বিশ্বাস স্থাপন করে তিনিই মুসলমান।"

নির্বিবাদে নিজের ধর্ম পালন করার অধিকার আমাদের সংবিধান সবাইকে সমানভাবে দিয়েছে। এটা রক্ষা করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

ধর্ম সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার করা কিংবা কোন ফেরকার বৈধতা নিরুপণ করা কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক বিষয় নয়। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহ পাকের। প্রত্যেক মানব সন্তান তার ধর্ম বিশ্বাসের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট জবাবদিহী করবে।

একথা আমাদের কাছে অতি স্পষ্ট যে নিজামী সাহেবরা স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের দাবীতে বর্তমান চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চক্রান্ত করছেন। জনগণের সামনে এ ঘৃণিত চক্রান্ত নগ্নভাবে ধরা পড়েছে। এদেশের গণতন্ত্রমনা সচেতন জনগণ কখনই এই ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়িত হতে দিবে না।

দৈনিক
জনকণ্ঠ
স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতায় সংকল্পবদ্ধ
The Daily Janakantha
ঢাকা : সোমবার ২৫ ফাল্গুন ১৪১০ বাংলা/০৮-০৩-০৪

ভারত পাকিস্তানের বিতর্কিত মৌলবাদী নেতারা বাংলাদেশে!

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ঃ পাকিস্তান-ভারতের বিতর্কিত ইসলামী জঙ্গী নেতারা এখন বাংলাদেশে। তাঁদের মিশনটা কি এখানে? গোপনে জঙ্গী মুজাহিদীন রিক্রুটিং না অন্য কিছু? বিশেষ করে স্ব স্ব দেশে বিতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও ঢাকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি যোগাড় করে তাঁরা এখানে এসে যেভাবে নানা জায়গায় যাচ্ছেন তা নিয়ে ওয়াকিফহাল মহলগুলোতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এঁদের মধ্যে পাকিস্তানে বিশেষ বিতর্কিত মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি আগেও ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। এবার তাঁর এখানে আসার বিষয়ে আগে

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ভারত পাকিস্তানের

(প্রথম পাতার পর)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি চাওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানে নিজের দেশে বিতর্কিত নেতাকে মন্ত্রণালয় ভাল লোক হিসাবে অনাপত্তি দিয়েছে। একই সময়ে ভারত থেকে আসা মুফতি তায়্যেবুল ইসলাম কাশ্মীরীও তাঁর দেশে নানা কারণে আলোচিত-বিতর্কিত। দু'জনেই খতমে নবুয়তের নেতা। কাদিয়ানী ইস্যু সহ নানা কারণে উগ্র ভূমিকার এরা দু'জনেই স্ব স্ব দেশে বিশেষ সমালোচিত বিতর্কিত।

সূত্রগুলো বলেছে, মৌলবাদী দুই নেতাই এখানে এসেছেন জোটের মৌলবাদী শরিকদের আয়োজন-ব্যবস্থাপনায়। এঁদের মধ্যে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের সাবেক এমপি মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি গত সোমবার ঢাকায় আসেন। ভারতের খতমে নবুয়তের নেতা মুফতি তায়্যেবুল ইসলাম কাশ্মীরী এর মাঝে লালবাগ মাদ্রাসায় বক্তব্য রেখেছেন। উল্লেখ্য, লালবাগ মাদ্রাসার প্রধান হচ্ছেন জোটের শরিক কট্টর মৌলবাদী নেতা হিসাবে চিহ্নিত মুফতি ফজলুল হক আমিনী। তাঁর কট্টর পরিচিতির কারণে ইমেজ সঙ্কট বাড়ার আশঙ্কায় সরকার এখন পর্যন্ত তাঁকে মন্ত্রিত্ব দিতে রাজি হচ্ছে না। কিন্তু মুফতি ফজলুল হক আমিনী দাবি করেছেন, আগত দুই মৌলবাদী নেতা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না! তাঁর এ বক্তব্যে বিশেষ সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। লালবাগ মাদ্রাসায় বিশেষ বিদেশী মৌলবাদী জঙ্গী নেতারা এসেছেন, বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু লালবাগ মাদ্রাসার প্রধান আমিনী সে সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না! আমিনী বুধবার জনকণ্ঠকে বলেছেন, 'বিদেশ থেকে আমার কাছে কোন মেহমান আসেননি। মাদ্রাসায় অনেক শিক্ষক আছেন। তাঁদের আমন্ত্রণে কোন মেহমান এসেছেন কিনা আমি জানি না।'

দৈনিক জনকণ্ঠ
স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রতীক
The Daily Janakantha
ঢাকা : সোমবার, ৫ পৌষ ১৪০১ বাংলা ১২-১২-৯৪

পাকিস্তান তাহাফফুজের ঢাকা পরাজয় দিবস পালন

স্টাফ রিপোর্টার : পাকিস্তানভিত্তিক আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত সংগঠন ১৬ ডিসেম্বরকে "ঢাকা পরাজয় দিবস" হিসাবে পালন করেছে। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

গত ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের উর্দু দৈনিক জং পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়, তাহরিকে খতমে নবুওয়ত (আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত) ১৬ ডিসেম্বর সারা দেশে ঢাকা পরাজয় দিবস পালন করবে। এ জন্য

(শেষ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

উর্দু দৈনিক জং

পাকিস্তান তাহাফফুজের

(প্রথম পাতার পর)

বিভিন্ন শহরে কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঐ সাম্প্রদায়িক তৎপরতার জন্য তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত নামের সংগঠনটি পরিচিতি অর্জন করে। বাংলাদেশেও এরা তৎপর রয়েছে। এ রকম একটি ধর্মীয় সংগঠন ১৬ ডিসেম্বরকে "ঢাকা পরাজয় দিবস" হিসাবে পালনের কর্মসূচী নেয়ায় রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে পাকিস্তানের এই উগ্র ধর্মীয় সংগঠনটি যে এখনও মেনে নেয়নি "ঢাকা পরাজয় দিবস" পালন তারই প্রমাণ বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে।

দৈনিক রূপালী
DAINIK RUPALI
29th Dec. 1993

বাড়ির দেয়াল ধসেছে ☐ ছাদে ফাটল

শিবিরের বোমা কারখানায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঃ ৪ মৃত্যুর আশংকা

টঙ্গী, ২৮ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা প্রেরিত) ● ইসলামী ছাত্র শিবিরের বোমা তৈরির গোপন কারখানায় এক প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণে ৪ জনের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। বোমা কারখানার ছাদে ফাটল ধরেছে। দেয়ালের কয়েক স্থান ধসে গেছে। আজ রাত ৯টায় টঙ্গীর মধ্য দওপাড়ায় এই ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের শিকার ৪ জনের মৃত্যুর আশংকা করা হচ্ছে। তাদেরকে দমকল বাহিনীর গাড়িতে করে ঢাকার উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের শিকার ৪ জন শিবির নেতার মধ্যে ১ জনের নাম রেজা। বাকি ৩ জনের পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান, রেজা ছাত্র শিবিরের একজন প্রভাবশালী নেতা।' তার দুলাভাই শওকত আলীর বাড়িতে সে থাকতো। দোতলা বাড়ির নিচতলার একটি ঘরে রেজা বোমা তৈরির কারখানা গড়ে তোলে। রেজার দুলাভাই শওকত ইসলামী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত। বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার কিছু পূর্বে সেখানে কয়েকটি মোটর সাইকেল আসে। তারপরই সেখানে বোমার প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। বোমার আঘাতে রেজাসহ ৪ জন আহত হওয়া ছাড়াও বাড়ির দেয়াল ও ছাদে বিস্ফোরিত বোমার আঘাতে ফাটল ধরেছে। জানালা, দরজা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। 'প্রচুর রক্ত জমাট' বেঁধে আছে ঘটনাস্থলে। খবর পেয়ে টঙ্গী থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সমগ্র এলাকাটি ঘিরে রেখেছে।

দৈনিক সংগ্রাম
ঢাকা: মঙ্গলবার, ১৯শে কার্তিক, ১৩৯৯
৩রা নবেম্বর, ১৯৯২

নাস্তিক্যবাদ ও কাদিয়ানী তৎপরতার প্রতিবাদে ৬ই নবেম্বর উত্তর গেটে মহাসমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত

(৭ম পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন)

উত্তর গেটে মহাসমাবেশ

বাংলাদেশ নাস্তিক্যবাদী প্রচারণা ও কাদিয়ানী তৎপরতার প্রতিবাদে ৬ই নবেম্বর বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে শীর্ষ স্থানীয় ওলামাদের উদ্যোগে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠান এবং দেশব্যাপী নাস্তিক ও কাদিয়ানীদের প্রতিরোধ দিবস পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

গতকাল সোমবার আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়তের দফতরে বায়তুল মোকাররমের খতিব মওলানা ওবায়দুল হকের সভাপতিত্বে ঢাকাস্থ বিশিষ্ট ওলামা, আইম্মা ও সুধী বৃন্দের এক পরামর্শ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন শায়খুল হাদীস মওলানা আজিজুল হক, মওলানা ফরিদ উদ্দিন আকার, মওলানা ওয়াহিদুজ্জামান, মওলানা নূরুল ইসলাম, মওলানা ওবায়দুল হক এমপি, মওলানা ফজলুর রহমান ইঞ্জিনিয়ার এম এ, হাদি মুফতি আবদুল বারী, হাফেজ মওলানা এটিএম হেমায়েত উদ্দিন, মওলানা আজিজুল হক মৃধা প্রমুখ।

ভোরের কাগজ
ঢাকা সোমবার
৫ পৌষ ১৪০১
১৪ রজব ১৪১৫
১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৪

'পাকিস্তানে 'ঢাকা পরাজয় দিবস'

কাগজ প্রতিবেদক : লাহোরের দৈনিক জং পত্রিকায় ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছিল, তাহরিকে খতমে নবুওয়ত; পাকিস্তান ১৬ ডিসেম্বর সারা দেশে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' পালন করবে ও বিভিন্ন শহরে কর্মসূচি নিয়েছে। উল্লেখ্য, এই আন্তর্জাতিক সংগঠন তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত, বাংলাদেশ নামে বাংলাদেশে বেশ সক্রিয় রয়েছে।

দৈনিক
সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

ঢাকা ঃঃ মঙ্গলবার ১৩ই পৌষ, ১৪০১ ঃঃ ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪

সরকারের প্রতি অধ্যাপক গোলাম আযম

কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে উম্মাহর দাবী পূরণ করুন

আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে আগামী ২৯শে ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত মহাসম্মেলনের পূর্ণ কামিয়াবী কামনা করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বিবৃতি প্রদান করেছেন।

তিনি অবিলম্বে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে মুসলিম উম্মাহ'র দীর্ঘদিনের দাবী পূরণের জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত মহাসম্মেলনের উদ্যোক্তা ও আয়োজনকারীদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে এবং এর পূর্ণ কামিয়াবী কামনা করে তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্বে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ না থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ শাসনের সময় কাদিয়ানের এক ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবী করার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য, বিশেষ করে তাদেরকে জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তাকে ব্যবহার করে মুসলিম জনসাধারণের

(২য় পৃঃ ৪-এর কলামে দেখুন)

দাবী পূরণ করুন

কিছু লোককে বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়। কিন্তু সচেতন মুসলিমরা কখনই এ বিভ্রান্তির শিকার হয়নি-হতে পারে না। তিনি বলেন, খতমে নবুয়ত কোন সাধারণ বিষয় নয়-এটা ঈমানেরই অঙ্গ। সারা বিশ্বের উলামা সমাজ আগে যেভাবে এ বিষয়ে একমত ছিলেন, এখনও তাই আছেন।

তিনি উল্লেখ করেন, রাবেতা আলমে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ব সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেক দেশই খতমে নবুয়ত অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী-এ কথা যারা স্বীকার করে না তাদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ সরকারের নিকট বহু দিন থেকেই সম্মানিত উলামা সমাজ এবং মুসলিম জনগণ খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবী অব্যাহতভাবে জানিয়ে এসেছে। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও রহস্যজনক যে সরকার এখনও মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

আজকের কাগজ

বৃহস্পতিবার ৩০ পৌষ ১৪০০ ৩০ রজব ১৪১৪ হিজরী, ১৩ জানুয়ারি ১৯৯৪

সম্পাদকীয়

বিদেশী ধর্মব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য এবং আমাদের প্রশাসনের নীরবতা

দেশকে আধুনিক সংস্কৃতিহীন, আধুনিক মূল্যবোধহীন করার একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। এখানে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার স্বপক্ষে যা কিছুই করা হচ্ছে তাতে বাধা দেয়ার-বাগড়া দেয়ার একটা প্রবণতায় একটি মহল খুবই তৎপর এবং তারা এখন প্রশাসনের একটি অংশকে খুবই কার্যকরভাবে কাজে লাগাচ্ছে। অর্থাৎ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি অংশ খুবই নির্লজ্জভাবে মৌলবাদী ধর্মব্যবসায়ী, স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের সহগামী হয়ে পড়েছে: কার্যতঃ তাদের কর্মকাণ্ডে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

দেশীয় স্বাধীনতাবিরোধী ধর্মব্যবসায়ীরা যখন বিদেশ থেকে ধর্মব্যবসায়ীদের আমদানী করে এখানে ফতোয়ার ব্যবসা ফেঁদে বসেছে এবং আইন লংঘন করে সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিস্থিতি তৈরি করেছে তখনও আমাদের প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের প্রশাসন যখন অনৈতিক, নৈরাজ্যিক সংঘাত সৃষ্টির-হুমকি সৃষ্টির বিষয়াবলীর প্রতি নীরব ভূমিকা নেয় তখন তাকে আর নিরপেক্ষ বলা যায় না বরং এখন এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে আমাদের প্রশাসনের একটি অংশ বিশেষত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার রাষ্ট্রযন্ত্রসহ ঐ নৈরাজ্যিক কার্যকলাপের সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে।

সম্প্রতি দেশে পাকিস্তানী কিছু অপশক্তির ধর্মব্যবসায়ীর আগমন ঘটেছে যারা পূর্ব থেকেই অপশক্তি হিসেবে এতদঞ্চলে চিহ্নিত। উপরন্তু এরা দেশে দেশে চলমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। জনৈক পাকিস্তানী তথাকথিত মওলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিউটি নামক এক লোক দেশের বিভিন্ন স্থানে অবাধে ঘুরে বেড়িয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলেছে উপরন্তু ঐ ব্যক্তি-১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সৈন্যদের গণহত্যার ভূমিকার স্বপক্ষে এই বলে প্রচারণা চালাচ্ছে যে, "তারা ইসলামের জন্যে যুদ্ধ করেছিলো"। অথচ আমরা আশ্চর্য বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি যে, এই ফতোয়াবাজ ও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করছেন না। কিন্তু যেখানেই মুক্তিযুদ্ধে স্বপক্ষে কিছু ঘটছে, কিংবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চললেও তার বিরুদ্ধে প্রশাসন রুখে দাঁড়াচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রশাসকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়টি এখন স্বাধীনতাবিরোধী ফতোয়াবাজ চক্রের হাতে জিম্মী হয়ে পড়েছে কি-না সেটাই এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় সরকারি ব্যবস্থাধীনে এরকম ঘটনা কোনোক্রমেই অভিপ্রেত নয়, এর থেকে জাতীয় বিভেদেরও আলামত পাওয়া যায়। উপরন্তু ক্ষমতাসীন সরকারের মধ্যেই যে অপশক্তির অবস্থান রয়েছে তাও প্রমাণিত হয়।

এ অপশক্তির লালন সরকার এবং দেশের জনগণের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে খুবই মারাত্মক ফলাফল বয়ে আনবে। এভাবে চলতে থাকলে সেদিন আর বেশি দূরে নয় যখন দেশে নৈরাজ্যিক অবস্থার সৃষ্টি হবে। এখনকার গণতন্ত্র দিয়ে একে ঠেকাতে না পারলে এবং শুদ্ধি না করলে বৈরী পরিণতির সম্মুখীন হওয়া এড়ানো যাবে না। 'নীরব' প্রশাসনকে সরব করতে এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বপক্ষে অবস্থান নেয়ার জন্যে তাই সরকারকে এখনই সচেতন হতে হবে; না হলে ইতিহাস এই কাপটাকে ক্ষমা করবে না।

The New Nation

INDEPENDENT DAILY

JSH 16, 1400 (BS) DHAKA THURSDAY DECEMBER 30, 1993 RAJAB 16 1414 (H)

Illegal flow of foreign arms

Tapan Khan

A political party has reportedly been buying arms, specially revolvers, from a Muslim country. Two such illegally procured revolvers were seized Tuesday morning from a post office near Dhaka.

A total of 27 revolvers were reportedly distributed to the addressees in Narsingdi district during the current month. Police have been looking for the person in whose name the parcels containing arms have come.

Such flow of arms to Bangladesh through post offices have started in the wake of the visit of an important religious leader of the country to that country, it is alleged.

The Savar thana police seized two revolvers Tuesday morning from Rajfulbaria Jamia Madrassah. Police sources said that two parcels were sent from Pakistan through postal department. It was stated that the parcels contained copies of the Holy Quran and other religious books. They were addressed to Abdus Sattar, a teacher of the Madrassah. Police refused to disclose the name of the sender in Pakistan.

Contd. on pa. 8 col 1

Illegal flow

Cont from page 1

The Foreign Post Office in the metropolis told The New Nation that these parcels were sent to Chittagong port and the consignment came by ship. The Postal Department in Chittagong received the parcels and sent it to Dhaka Foreign Post Office.

The Foreign Post Office in Dhaka sent the parcels bearing numbers 1260 and 1261 to Rajfulbaria sub-post office. The Sub-post office at Rajfulbaria was to hand over the parcels to the owner. But following a tip, the police from Savar rushed to the spot and seized the parcel. Different parts of the revolvers lay separately in a packet.

Police filed a case with Savar thana in this connection but since the detection, the teacher of the Madrassah, Abdus Sattar against whose name the parcels were sent, is absconding.

Sources in the Foreign Post Office in Dhaka told The New Nation that at least 27 other parcels from Pakistan were distributed at a madrassah at Panchdona in Narsingdi district on December 26 last. These parcels arrived in Chittagong port by ships from Pakistan and Chittagong Post Office redirected to Dhaka Post Office for delivery. The police is looking for the suspect.

The Post Office sources said that a departmental team was sent to Narsingdi in this connection on Monday.

Well informed sources in this connection told The New Nation the incident of parcels coming into the country from Pakistan started following the visit of a Khatib of a Dhaka mosque to Pakistan in the first week of December. This religious-leader called on some political leaders of a particular political party in Pakistan. They exchanged views on some sensitive matters.

Some of the leaders of that political party arrived in Dhaka in the small hours of Friday from Pakistan, the sources said adding that they played a role in the recent controversial issue of declaring Ahmedhyas non-Muslim.

আজকের কাগজ

ঢাকা শনিবার ১১ পৌষ ১৪০০ ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩,

উস্কানিমূলক বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে খতমে নবুয়তের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

❑ *প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হয়েও বায়তুল মোকাররমের খতিব রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তৃতা দিলেন*

কাগজ প্রতিবেদক : সরকারের সঙ্গে ঘোষিত সমঝোতা ভঙ্গ করে এবং সরকারি নির্দেশ অমান্য করে গতকাল মানিকমিয়া এভিনিউতে তাহাফফুজে খতমে নবুয়াতের মহাসম্মেলন হয়েছে। অজ্ঞাত কারণে পুলিশ এই সমাবেশ অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার বাধা প্রদান করেনি। জামাতের পরোক্ষ উদ্যোগে ও সৌদিভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার অর্থে আয়োজিত এ সমাবেশ থেকে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার জন্যে সরকারকে দু' মাস সময় দেয়া হয়েছে।

গতকাল ছুটির দিন শুক্রবারে গজারি কাঠের লাঠি, হকিস্টিক ও ক্ষেত্র বিশেষে রামদা সজ্জিত হয়ে নগরীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ কিছু মিছিল এই সমাবেশে যোগ দেয়। এ সব মিছিল থেকে কাদিয়ানী ও বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়া হয়।

সমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ দেন সরকারের নিয়োগকৃত বায়তুল মোকাররম মসজিদের বিতর্কিত খতিব ওবায়দুল হক।

তিনি বর্তমান সরকারকে কাদিয়ানী সরকার হিসেবে অভিহিত করেন। বিএনপি'র সংসদ সদস্য আতাউর রহমানও সমাবেশে উত্তেজনাকর ভাষণ দেন। বিদেশ থেকে কয়েকজন অতিথিও এই সমাবেশে যোগদানের কথা থাকলেও বাস্তবে যে সব বিদেশি সমাবেশে বক্তৃতা করেন তারা সবাই ছিলো পাকিস্তানি। পাকিস্তানি এ সব 'মাওলানা' খতমে নবুয়তের এই সম্মেলনে বাংলাদেশের রাজনীতি-অর্থনীতি সম্পর্কে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন। জনৈক বক্তাকে তুরস্ক থেকে আগত মাওলানা বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলেও বিশুদ্ধভাবে তিনি উর্দুতে বক্তৃতা দেন। উল্লেখ্য, সমাবেশের অধিকাংশ বক্তাই উর্দুতে বক্তৃতা করেন। এর ফলে সমাবেশটি একটি পাকিস্তানী সমাবেশে পরিণত হয়। মৌলবাদীচক্র জামাত ও

সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এ সমাবেশে যে সব ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য রাখা হয় তা দেশদ্রোহিতার সামিল। অনেক বক্তা 'কাদিয়ানীদের জবাই কর, শ্লোগান দিচ্ছিলো'। উল্লেখ্য, এই সমাবেশে রাষ্ট্রপতি [illegible] রহমান বিশ্বাসের যোগদানের [illegible] থাকলেও তিনি যোগ দেননি। তবে সরকারি দলের প্রতিনিধি হিসেবেই বিএনপি'র সাংসদ আতাউর রহমান বক্তৃতা দিয়েছেন। এছাড়া [illegible] একজন উদ্যোক্তা [illegible]

সমাবেশে [illegible]

কিশোর বয়সী ছাত্রদেরকে সমাবেশে যোগ দিতে বাধা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। শুধু ঢাকা নয়, সারা দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা, মসজিদ থেকেও সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বিদেশি প্ররোচনায় একটি সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে যোগদানের জন্যে ফুসলিয়ে আনা হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এ সমাবেশের ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের আশংকা করা হয়েছিলো তা আরো জোরদার হয়েছে সমাবেশের বক্তাদের বক্তৃতা ও শ্লোগানে। একাত্তরের পরাজিত ফ্যাসিস্ট সাম্প্রদায়িক চক্র জামাত-শিবির দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্যে ইসলামের নামে সারাদেশে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র করছে এ সমাবেশে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সমাবেশে সরকারি নিয়োগকৃত জাতীয় মসজিদের খতিবের বক্তৃতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কি করে প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারি হয়েও এ খতিব রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তৃতা করেন এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেন। আরো উল্লেখ যে, এই খতিব প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হয়ে ইতিপূর্বেও রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তৃতা করেছেন।

সব মানুষের পত্রিকা

দৈনিক রূপালী
DAINIK RUPALI

শনিবার ১১ পৌষ ১৪০০ বাংলা ঃ ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইংরেজী ঃ

আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়তের মহাসম্মেলনে বক্তৃতা করছেন ভারত থেকে আগত মাওলানা সাঈদ আহমেদ পালনপুরী
– রূপালী

তাহাফফুজে খতমে নবুওয়তের ঘোষণা

দাবি না মানলে ৩ দিনের নোটিশে 'ঢাকা অবরোধ' পালন করা হবে

স্টাফ রিপোর্টার ● আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়তের ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশাল মহাসম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে 'কাফের' ঘোষণা করা হয়েছে। সম্মেলনের প্রস্তাবে আগামী দু'মাসের মধ্যে তাদের অমুসলিম (সংখ্যালঘু নাগরিক) ঘোষণার দাবি জানিয়ে বলা হয়, নয়তো তিনদিনের নোটিশে সংসদ ও 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী পালন করা হবে।

গতকাল শুক্রবার নগরীর মানিক মিয়া এভিনিউতে এই সম্মেলন হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, লিবিয়া ও সৌদী আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মাওলানারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় দু'লাখ মানুষের উপস্থিতিতে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বায়তুল

প্রথম পাতার পর

মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক। এতে মোট ৩টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা করেন শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক, চরমোনাইর পীর ফজলুল করিম, বিএনপি দলীয় সাংসদ আতাউর রহমান খান, ইসলামী ঐক্যজোটের সাংসদ ওবায়দুল হক, জামায়াতের সাংসদ আব্দুস সোবহান, মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মাওলানা ব্যারিস্টার কোরবান আলী, মাওলানা শামসুদ্দিন কাসেমী, মাওলানা সাখাওয়াত খান, মাওলানা আবুল বাশার, ভারত থেকে আগত মাওলানা সাইদ আহমেদ অনিযার শাহ কাশ্মীরি, পাকিস্তান থেকে আগত মাওলানা এলাহী উমাইয়া, সৌদী আরবের মাওলানা শায়েম সাঈদ আহমেদ, লিবিয়ার আল্লামা ডঃ আব্দুর রাজ্জাক ইসকান্দার। সম্মেলনে জানানো হয়, দিল্লী জামে মসজিদের ইমাম কলকাতা পর্যন্ত এবং কাবা শরিফের খতিব পাকিস্তানে এসেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার নিরাপত্তার অজুহাতে তাদেরকে আসতে দেয়নি।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক বলেন, বাংলাদেশে খতমে নবুওয়তের জোয়ার বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সরকারীভাবে বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। পৃষ্ঠপোষকরাও কাদিয়ানীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।' তিনি বলেন, এই দাবি শুধু এদেশের নয় সারা বিশ্বের মুসলমানেরও দাবি। তিনি অভিযোগ করেন পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে কাদিয়ানীরা বাংলাদেশে এসে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। ১০ কোটি মুসলিম কাদিয়ানীদের কাফের ঘোষণা করেছে। শুধু সরকারী ঘোষণা বাকি রয়েছে।

তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহবান জানিয়ে বলেন, পর্যায়ক্রমে তাদের সকল আস্তানা উচ্ছেদ করা হবে। তবে তাদের জানমালের লোকসান বা কাউকে হত্যা করে নয়। তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, এক দিনে এই আন্দোলন শেষ হবে না এবং ধারাবাহিকভাবে কোরবানীর জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

তিনি বলেন, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ সরকারকে তা জানায়নি। এর দায়-দায়িত্ব আমাদের নয়। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে অন্য পথ বেছে নেয়া হবে।

মাওলানা ওবায়দুল হক বলেন, এই সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তিনি না এসে কাদিয়ানীদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

৭-এর পাতার ৭ম কঃ

সমাবেশের প্রস্তাবে বলা হয়, কাদিয়ানীদের অমুসলিম (সংখ্যালঘু নাগরিক) ঘোষণা করতে হবে। আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা সম্বলিত কোরআন মজিদ নামক গ্রন্থ, তাদের বই পুস্তক ও বিদ্বেষমূলক সকল লিফলেট, যাবতীয় প্রচারপত্র বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করতে হবে। ইসলামের বিশেষ পরিভাষা নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, আযান, মসজিদ, খলিফা, মুয়াজ্জিন ইত্যাদির ব্যবহার ও তাদের অফিসের সামনে এবং বই পুস্তকে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের নাম ব্যবহার কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের জন্য নিষিদ্ধ করতে হবে। এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে কাদিয়ানী কর্মকর্তাদের অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে।

সম্মেলন থেকে আগামী ১ জানুয়ারী উল্লেখিত দাবিসমূহ ডিসি ও টিএনও'এর কাছে পেশ করার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল সকাল থেকেই মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য খণ্ড খণ্ড মিছিল আসতে থাকে। নগরীতে মাইকে প্রচার করা হয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। মুসলিম রা এসে সমবেত হোন। জুমআ নামাজের সময় মসজিদে মসজিদে ইমামরা মুসল্লিদের প্রতি মহাসম্মেলনে যোগ দেবার আহবান জানান।

বিপুল সংখ্যক মুসল্লিদের আগমনে ঢাকা নগরীর বিভিন্ন স্থান যানজটের কবলে পড়ে। শেরে বাংলানগরের আশপাশের এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অসংখ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয় সমাবেশ স্থলের আশে পাশে।

বাংলাবাজার পত্রিকা

ঢাকা ঃ শুক্রবার ১৫ কার্তিক ১৩৯৯

Friday 30 October, 1992

DHAKA, THE DAILY BANGLABAZAR POTRIKA

হাসপাতালে আহমদিয়া মুসলিম জামাত কমপ্লেক্সে হামলায় আহত ইমাম মাওলানা আজিজ (বসে) এবং ওভারসিয়ার আবদুর রহমান ভূঁইয়া

—বাংলাবাজার পত্রিকা

আহমদিয়া কমপ্লেক্সে সশস্ত্র হামলা ও অগ্নিসংযোগ

ইমামসহ আহত ৩৫ ঃ ক্ষতির পরিমাণ ৫০ লাখ টাকা

বাংলাবাজার রিপোর্ট ঃ বকশি বাজারস্থ আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ কমপ্লেক্সে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে একদল যুবক হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর করে। তারা কমপ্লেক্সের ভেতরের মসজিদে অবস্থানরত মুসল্লিদের উপর ছুরি, হকিস্টিক নিয়ে চড়াও হয়ে মারধর করে। এ ঘটনায় ১৪ জন মুসল্লি আহত হন। যুবকরা একটি মাইক্রোবাস ও অসংখ্য ধর্মগ্রন্থে অগ্নিসংযোগসহ প্রতিষ্ঠানটির ৫০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে দাবি করা হয়েছে। কমপ্লেক্সে এ ঘটনার পর পুলিশ গিয়ে যুবকদের উপর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এ সময়ে সংঘর্ষে ২ জন পুলিশ কর্মকর্তাসহ আরও প্রায় ২০ ব্যক্তি আহত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে ৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল বিকেল পৌনে ৪টায় আহমদিয়া কমপ্লেক্সে অবস্থিত মসজিদে আছরের নামাজের আজান হয়। এর কিছু আগে আজিমপুর মাদ্রাসার সামনে জমায়েত জামাতিয়া আরাবিয়ার একটি সমাবেশ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সমাবেশ শেষে একটি মিছিল ৩ই নম্বর হোসেনি দালান এলাকা ঘুরে এসে আহমদিয়া কমপ্লেক্স অতিক্রমকালে মিছিলকারীরা আকস্মিকভাবে কমপ্লেক্সের পূর্বদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। এ সময় মসজিদে নামাজের প্রস্তুতি হিসেবে মুসল্লিরা অজু করছিলেন। যুবকরা কমপ্লেক্সের অফিস, মাদ্রাসা, ছাত্রাবাস, লাইব্রেরি, ছাপাখানা, মাইক্রোবাস (ঢাকা মেট্রো চ-১২-৩১৫৪) ও অসংখ্য ধর্মীয় গ্রন্থ ভাংচুর করে অগ্নিসংযোগ করে। তারা ভবনের দরজা,

(শেষের পাতায় দেখুন)

আহমদিয়া কমপ্লেক্সের মসজিদের ভেতর ভাংচুর —বাংলাবাজার পত্রিকা

আহমদিয়া কমপ্লেক্সে সশস্ত্র হামলা

(প্রথম পাতার পর)

জানালা, আসবাবপত্রও ভাংচুর করে। ১০ মিনিটের মধ্যে ভবনটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ফায়ার ব্রিগেডের ৪টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময়ে আগুন আয়ত্তে আনে।

এদিকে খবর পেয়ে কমপ্লেক্সের বাইরে পুলিশ এলে যুবকদের উপর চড়াও হয়। তারা পুলিশের সাথে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় লিপ্ত হয়। এ সময় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পুলিশ কমপক্ষে ২০টি টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনা এবং সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে লালবাগ থানার এসি রফিকুল আলম ও একজন সার্জেন্ট আহত হন।

যুবকদের হামলায় আহমদিয়া গ্রুপের ১৪ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে শামসুর রহমান, ওবায়দুর রহমান, মওলানা আবদুল আজিজ ও কাওসারের অবস্থা আশংকাজনক। অন্যান্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।

গতকালের এ ঘটনার পর আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর জনাব মোস্তফা আলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে ঘটনার জন্য তিনি সরাসরি [illegible] উপর দোষারোপ করেননি। তবে যারা হামলা করেছে তাদের 'গুণ্ডা' বলে উল্লেখ করেন। তিনি হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার দাবি করেন।

গতকাল সন্ধ্যায় ঘটনা শেষ হয়ে গেলে বকশি বাজারের ঘটনাস্থল অতিক্রমকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র [illegible] পুলিশের হাতে প্রহৃত হন।

পুলিশ সানি, আনোয়ার, স্বপন, কামাল, আবদুর রহমান, বাবুল, ইউনুস ও ইকিনুরকে গ্রেফতার করে

দৈনিক রূপালী
DAINIK RUPALI

29th Dec. 1993

'আকিদা সংরক্ষণে জান কোরবান নৈতিক দায়িত্ব'

স্টাফ রিপোর্টার ● আকিদায়ে খতমে নবুওয়ত কোন দল বা গোষ্ঠীর নয়। আকিদা সার্বজনীন। তাই আকিদা সংরক্ষণে জানমাল কোরবান করা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব– এ কথা উল্লেখ করে সৌদী আরব থেকে আগত বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শায়েখ মোহাম্মদ আল মাক্কি আল হেজাজী বলেন, আকিদা রক্ষার আন্দোলনে আলেম সমাজকে হতে হবে আরো সক্রিয়।

তিনি গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত বাংলাদেশের উদ্যোগে ইসলামী ফাউণ্ডেশনে আয়োজিত 'খতমে নবুওয়ত' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হকের সভাপতিত্বে এ সেমিনারে বক্তৃতা করেন সৌদী আরবের শায়েখ তোয়াহা ও মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লিবিয়া প্রতিনিধি ডঃ আবদুর রাজ্জাক ইস্কান্দর। আরবী প্রবন্ধ বাংলায় পাঠ করে শোনান মৌঃ মোঃ শহিদুল্লাহ।

শায়েখ বলেন, কাদিয়ানীরা যেহেতু খতমে নবুওয়ত অস্বীকার করে তাই তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত নেই।

দেশব্যাপী দাবি দিবস পালনের আহ্বান

গতকাল মঙ্গলবার আমরা ঢাকাবাসী ও খতমে নবুওয়ত সংরক্ষণ সংস্থা পৃথক পৃথক বিবৃতিতে আগামী ১ জানুয়ারী দেশব্যাপী কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে 'দাবি দিবস' পালনের আহবান জানিয়েছে।

আমরা ঢাকাবাসীর বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সংগঠনের সম্পাদক নূরুল ইসলাম। খতমে নবুওয়ত ঢাকা মহানগর শাখার ইসলামউদ্দিন আহমেদ, কেরামত আলী ও মোঃ শাহরিয়ার।

দৈনিক
লালসবুজ

ঢাকা : শুক্রবার ১৫ কার্তিক ১৩৯৯ বাংলা ৩০ অক্টোবর ১৯৯২ ইং

পবিত্র কোরআনের বহু কপি বিনষ্ট ঃ ৪০ জন আহত

বকশীবাজার মসজিদ ও লাইব্রেরীতে দুষ্কৃতকারীদের হামলা ঃ অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : গতকাল বিকেলে স্বাধীনতাবিরোধী সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতায় বাংলাদেশের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ হয়েছে কমপক্ষে ৪০ জন আদম সন্তান। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কয়েক কোটি টাকার সম্পদ। অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মাজহারুল হক (৩৩), আবু বকর (৫৫), নাসের আহমেদ (২৪), নাসিরুদ্দিন (৩৫), কাউসার আহমেদ (৩০), আজিজ (৬০), ওবায়দুর (৫০), তৌফিক (৩০), মামসুর রহমান (৫০), নিয়ামত (২৪), রফিকুল (৬০) এবং আবদুল জব্বার (৫০)। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে জামাত-শিবিরের নেতৃত্বে আলীয়া মাদ্রাসার একদল সন্ত্রাসী ৪ বকশীবাজারের মসজিদে হামলা চালায়। এসব সন্ত্রাসী মসজিদ কমপাউন্ডে জোরপূর্বক প্রবেশ করে মসজিদের মুসল্লীদের মারধর করে। এ সময় তারা প্রায় ২০/৩০টি হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। তারা মসজিদের লাইব্রেরী, প্রেস, ছাত্রাবাসে অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুর করে। একপর্যায়ে মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। এসব ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগের হাত থেকে মসজিদে রক্ষিত পবিত্র কোরআন শরীফ এবং অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকও রক্ষা পায়নি। সন্ত্রাসীরা মসজিদ কমপাউন্ডে একটি মাইক্রোবাসে (ঢাকা মেট্রো-চ-০২-০১৫৪) আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কয়েকটি গাড়ি ভাংচুর করে। পুলিশ এসব সন্ত্রাসীদের ছত্রভঙ্গ করতে বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। হামলাকারীদের হাতে ছিল লাঠি, কিরিচ, লোহার রড। মাথায় তাদের ছিল কালো কাপড়। গত কয়েকদিন থেকেই আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসীরা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিল। '৫৩ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবে (শেষ পাতায় ৫ এর কলাম দেখুন)

গতকাল বকশীবাজার মসজিদে হামলায় বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত কোরআন শরীফের অসংখ্য কপি ক্ষতিগ্রস্ত হয় —লালসবুজ

সেই চিনিউটি মৌলভী এখন কোথায়?

ফজলুল বারী

বাংলাদেশের বিজয় দিবসকে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' হিসাবে পালনের ধৃষ্টতা প্রকাশকারী, পাকিস্তানের বিতর্কিত চিনিউটি মৌলভী এখন কোথায়? সরকারী সূত্রগুলো বলেছে তারা তাঁর খবর জানে না। কিন্তু নানা সূত্র বাংলাদেশের নানা জায়গায় তাঁর রহস্যময় সফর তৎপরতার খবর দিচ্ছে। সর্বশেষ তাঁকে দেখা গেছে নড়াইলে। জেনুইন এমপি মুফতি শহীদুল ইসলামের সঙ্গে। বিষয়টি বিশেষ ঘোর, রহস্যের সৃষ্টি করার কারণ এর আগে মুফতি শহীদুল ইসলাম বলেছিলেন চিনিউটি বাংলাদেশে আসার কথা ছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু ...

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

সেই চিনিউটি মৌলভী

(প্রথম পাতার পর) অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি আসেননি। অথচ বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব উবায়দুল হক বলেছেন চিনিউটি এসেছেন মারকাজুল ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি মুফতি শহীদুল ইসলামের আমন্ত্রণে। লালবাগ মাদ্রাসা, মিরপুর মাজার রোডের গোলারটেক হোসাইনীয়া মাদ্রাসা, শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান সংলগ্ন আজরাবাদ মাদ্রাসা, মিরপুর খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসায় তাঁকে দেখা গেছে এর আগে।

সম্প্রতি পাকিস্তানের কয়েকটি শহরে নিষিদ্ধ হবার পর চিনিউটি গত পহেলা মার্চ ঢাকায় আসেন। এখানে তাঁর রহস্যজনক সফর, তৎপরতা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠলে সরকারী একটি সূত্র বলেছে, মাঝে মাঝেই তিনি লাপাত্তা হয়ে যান। তাঁকে আর আমরা এন্টেনার মধ্যে পাই না। একটি সূত্র বলেছে, বুঝেন তো, তিনি এসেছেন সরকারী লোকজনের দাওয়াতে। আমরা তাঁর কী করতে পারি। চিনিউটির পাশাপাশি একই সময়ে ঢাকা আসেন ভারতীয় উগ্র মৌলবাদী নেতা মাওলানা আনজার শাহ কাশ্মিরী, তাঁর ছেলে মাওলানা তাইয়েবুল ইসলাম কাশ্মিরী। লালবাগ মাদ্রাসায় এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তাইয়েবুল ইসলাম। কিন্তু ওই মাদ্রাসার প্রধান, চারদলীয় জোটের শরিক

জাতিসংঘের অসভ্য দেশের তালিকায় পাকিস্তান

জাতিসংঘ পাকিস্তানকে অসভ্য দেশের তালিকাভুক্ত করেছে। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি অনুমোদন বা তার বৈষম্যমূলক আইনগুলো বাতিল না করায় দেশটিকে এই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের এক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে। খবর এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনাল/হিন্দুস্তান টাইমসের।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাকিস্তান মৌলিক মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত ১২টি চুক্তির মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে স্বাক্ষর করেছে, কিন্তু এখনো নিজ দেশে বাস্তবায়নের জন্য কোন উদ্যোগ নেয়নি। এ ছাড়া দেশটি শ্রম আইন, সামাজিক, রাজনৈতিক, উদ্বাস্তুদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ মানবাধিকার চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেনি।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বর্তমানে ১৯০টি দেশ বন্দীদের ওপর নির্যাতন এবং বৈষম্যমূলক ও অমানবিক সাজা সংক্রান্ত জাতিসংঘ চুক্তি অনুমোদন করেছে। যে দু'টি দেশ এসব চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি তার মধ্যে পাকিস্তান অন্যতম।

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha
DHAKA ঢাকা : মঙ্গলবার ২ চৈত্র ১৪১০ বাংলা 16.03.04

মুফতি ফজলুল হক আমিনী বিষয়টি নিয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করায় নানা মহলে সংশয়, কৌতূহলের সৃষ্টি হয়।

পাকিস্তানের পাঞ্জাবের চিনিউটি শহরের বাড়ি মঞ্জুর আহমদের। সে জন্য তাঁর নামের সঙ্গে চিনিউটি বিশেষণটি যোগ হয়েছে। চিনিউটি অর্থ চিনিমাখা। মঞ্জুর আহমদ সেখানকার আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওয়তের নেতা। এ সংগঠনটি ১৯৯৪ সালে ১৬ ডিসেম্বর দিনটিকে ঢাকা পরাজয় দিবস হিসাবে পালন করে। পাকিস্তানের উর্দু দৈনিক 'জং'এ খবরটি ছাপা হলে এর প্রতিবাদে বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই বিশেষ একটি গোষ্ঠী চিনিউটিকে বাংলাদেশে নিয়ে এলে তা সৃষ্টি করে বিশেষ চাঞ্চল্যকর প্রতিবাদের। খতমে নবুওয়ত মজলিসের দাওয়াতে ওই সময়ে চিনিউটি এসেছিলেন। ঢাকায় তখন তিনি প্রশিক্ষক হিসাবে অংশ নেন খতমে নবুওয়ত প্রশিক্ষণ কোর্সে। মিরপুরের জামেয়া হোসাইনিয়া আজরাবাদ নামের একটি সংগঠন ওই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। রীতিমতো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরটি চালানো হয়। তখন তার নানা বিষয় প্রকাশ হয়ে গেলে তীব্র হৈচৈ হয়। বিভিন্ন মহলে প্রতিবাদের ঝড় উঠলে ও পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখি শুরু হলে তিনি তখন সফর অসম্পূর্ণ রেখে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

মঞ্জুর আহমদ তাঁর নিজের দেশ পাকিস্তানেই বিশেষ দাঙ্গাবাজ মৌলভী হিসাবে চিহ্নিত। লাহোরের দৈনিক আফাক পত্রিকার সম্পাদক শওকত হোসেন শওকত তাঁর ব্যাপারে বিশেষ কিছু তথ্য প্রকাশ করেন। শওকত হোসেন তাঁর কলামে লিখেন— মরহুম জিয়াউল হকের সমর্থক মঞ্জুর আহমদ অত্যন্ত স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, ব্ল্যাকমেলার এক মাওলানা। তাঁর সাতটি পাজেরো গাড়ি রয়েছে। ব্যাংকে আছে কোটি কোটি টাকা। তাঁর গাড়িগুলো সেখানে মাদক পাচারকারীদের কাজে বিশেষ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঢাকার ওয়াকিফহাল সূত্রগুলো এবারে তাঁর নতুন সফর নিয়ে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে ওঠার কারণ এর আগে এখানে তার কার্যক্রম নিয়ে বিশেষ হৈচৈ বিতর্ক হওয়া সত্ত্বেও কেন এদেশে আসার ব্যাপারে সরকারী অনুমতি জোগাড় করতে তাঁর মোটেই বেগ পেতে হয়নি। উল্টো খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁর ব্যাপারে অনাপত্তি দিয়েছে। অথচ যখন তাঁর এসব অনাপত্তি জোগাড় করা হয় তখন তিনি পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি শহরে নিষিদ্ধ। চিনিউটি এসব তথ্যও ঢাকার কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন করেছেন। আশুরা উপলক্ষে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা ঠেকাতে হাফেজাবাদসহ পাঞ্জাবের শিয়া অধ্যুষিত শহরগুলোতে এবারে যেসব মৌলভীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় চিনিউটি ছিলেন তাদের অন্যতম। জং-এর ৮ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় খবরটি বেরিয়েছে। তারপরেও কাশ্মীরের দুর্দশাগ্রস্ত লোকজনকে বাদ দিয়ে হঠাৎ করে ভারতীয় উগ্রপন্থী মৌলভীরা কেন বাংলাদেশের লোকজনকে ইসলামের তালিম দিতে এলেন তা সবার প্রশ্ন। চিনিউটি এবং আরেক বিতর্কিত পাকিস্তানী মৌলভী নাজির ওসমানী (জাস্টিস তকী ওসমানীর ছেলে) শহীদুল ইসলামের ব্যবস্থাপনায় নড়াইল সফর করেন ১১ মার্চ। ভারতের মুফতি আসাদ মাদানীও সম্প্রতি বিশেষ এক মিশনে বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন। তিনি এখানে এসেছিলেন মুফতি ফজলুল হক আমিনীর আমন্ত্রণে।

THE
PAKISTAN TIMES

LAHORE, FRIDAY, OCTOBER 25, 1974—8 SHAWWAL-UL-MUKARRAM, 1394 A.H.

Ramay for annual municipal elections

FROM OUR RAWALPINDI OFFICE

OCTOBER 24: General elections will be held only after the present Government has served its full term.

This was stated by Mr. Mohammad Haneef Ramay, in Chakwal on Thursday while replying to newsmen's question about whether the general elections would be held before or after the local bodies elections, scheduled for early next April.

However, he added: "Personally, I would rather like that there should be one or two local bodies elections" before the general elections.

The elections to the local bodies should be annual, as was already the practice in a few countries. This practice would help new leadership emerge and accelerate the process of socio-economic development, he argued.

He also disclosed that his Government had asked the Election Commission to update the preparation of electoral rolls to the end of February to facilitate the holding of elections to the local bodies in April. By the present schedule the rolls are to be ready by March 15.

Mr. Ramay disclosed that the Provincial Government was about to enforce a law for the establishment of special tribunals which would hold summary trials of cases of sabotage particularly, the recent string of bomb explosions.

The Government, he said, had met with some successes in locating the elements and forces responsible for the blasts. He was of the view that the seven bomb incidents in the Punjab were spill-overs from the NWFP which had registered 20 blasts so far.

Asked as to the measures taken by this Government to avert the repetition of the recent Sargodha incident with members of a minority community as the victims, the Chief Minister said that the strong action taken by him against top officials should serve as a warning to all those responsible for the maintenance of law and order.

The Government was committed to safeguard the interests of the minorities, he reaffirmed.

In this connection, Mr. Ramay bitterly criticised the attitude of some ulema who had been making solemn vows that they would polish Mr. Bhutto's shoes with their beards, were he to solve the 90-year-old Qadiani issue. Facts proved that only the PPP and Mr. Bhutto were serious about resolving it, while these ulema and Opposition leaders were merely exploiting it for their narrow political ends.

He told a questioner that a probe into the allegations against some members of Mr. Khar's Cabinet was still continuing. There was, however, no inquiry against Mr. Khar himself for the present, he added.

পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণার নেপথ্য কাহিনী

পাকিস্তান টাইমস, লাহোর, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭৪ অমুসলমান ঘোষণা করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভুট্টোর ডান হাত পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি ..."এ প্রসঙ্গে জনাব হানিফ রামে' এক শ্রেণীর আলেমদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলেছিল, ভুট্টো সাহেব যদি ৯০ বছর পুরোনো কাদিয়ানী সমস্যার সমাধান করে দেন তাহলে তারা তাদের দাড়ি দিয়ে ভুট্টো সাহেবের জুতো পালিশ করে দিবে। বাস্তবতা প্রমাণ করে দিয়েছে, কেবল পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) ও ভুট্টো সাহেব এ সমস্যা নিরসনে আন্তরিক ছিলেন আর এসব উলামা আর বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদরা নিছক রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইস্যুটিকে ব্যবহার করছিলেন।"...

পঞ্চগড়ে আহমদীদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার কিছু খণ্ডচিত্র

প্রকাশনায়:
গণসংযোগ বিভাগ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। ফোন: ৫৭৩০০৮০৮, ৫৭৩০০৮৪৯

Published by:
Public Relations Department, Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh.
Log in: www.alislam.org; www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv
Email: eaff.pr.amjbd@gmail.com

Blueprint of Anti-State Conspiracy
1st edition 3000 copies/April 2023
by Public Relations Department, Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh.
Printed by : Bud-Ŏ-Leaves/Copyright © Islam International Publications Ltd., U.K./ ISBN 978-984-991-404-4